বোমা সংখ্যার চেয়ে বেশি মৃত্যু হতে পারে ফিলিস্তিনিদের: হু

সারে-জমিন

ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধে প্রতিবাদ সভা ডোমকলে

রূপসী বাংলা

কপ-২৮ শীর্ষ সম্মেলনে প্রত্যাশা

সম্পাদকীয়

অমিত শাহকে 'গব্বর সিং' বলে কটাক্ষ ফিরহাদের

সাধারণ

টানা ৫ জয়ে টানা তৃতীয়বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নামিবিয়া

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২৯ নভেম্বর, ২০২৩
১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১৪ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 321 ■ Daily APONZONE ■ 29 November 2023 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

রাজস্থানের কোটায় মৃত্যু বীরভূমের নিট পরীক্ষার্থীর

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের ২০ বছর বয়সি এক নিট পরীক্ষার্থীকে রাজস্থানের কোটায় তার ভাড়া বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। যদিও তার কক্ষ থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বাসিন্দা ফরিদ হুসেন (২০) প্রায় এক বছর ধরে কোটার একটি কোচিং ইনস্টিটিউটে মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে তিনি ওয়াউফ নগরে ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন। কোচিং ইনস্টিটিউটের আরও কয়েকজন শিক্ষার্থীও একই বাড়িতে থাকতেন।

হুসেনকে শেষবার দেখা গিয়েছিল সোমবার বিকেলে। রাত ৮টা পর্যন্ত তিনি ঘর থেকে বের না হলে তার বন্ধুরা তাকে ফোন দিলেও তিনি দরজা খোলেননি। দাদাবাড়ি থানার সার্কেল ইন্সপেক্টর রাজেশ পাঠক জানান, ঘটনার পর তারা বাড়ির মালিককে খবর দেয়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা ভেঙে ওই যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় জানিয়ে তিনি বলেন, "ঘরে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি এবং এই চরম পদক্ষেপের কারণ এখনও জানা যায়নি। তার বাবা-মা আসার পর ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানান ওই পুলিশ কর্মকর্তা। এই বছর এখানে কোনও কোচিং শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার এটি ২৫ তম ঘটনা।

তালিকায় রয়েছেন বাংলার তিন শ্রমিকও

উত্তরাখণ্ডে ধসে পড়া সুড়ঙ্গ থেকে ৪১ শ্রমিককেই উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: উত্তরাখণ্ডের সিল্কিয়ারায় একটি সুড়ঙ্গে মাটির নিচে আটকা পড়া ৪১ জনকে মঙ্গলবার গভীর রাতে উদ্ধার করা হয়েছে, যা ১৭ দিন ধরে চলা বহু-এজেন্সি অভিযানের শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ম্যানুয়াল 'র‍্যাট হোল' খনির কৌশলের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। নিষ্কাশন প্রক্রিয়াটি প্রতিটি শ্রমিককে পৃষ্ঠের অবস্থার সাথে পুনরায় মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় নিয়েছিল, যেখানে এই সময়ে তাপমাত্রা প্রায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। উদ্ধার হওয়া ৪১জন শ্রমিকের মধ্যে রয়েছেন বাংলার তিনজন, বাংলায় তিন শ্রমিক, কোচবিহারের মানিক তালুকদার এবং হুগলি জেলার সেবিক পাখিরা ও জয়দেব প্রামাণিক। যদিও উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের মধ্যে উত্তরাখণ্ডের দুজন থাকলেও ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দারাই বেশি। তাদের বড় অংশই তফসিলি সম্প্রদায়ের। এছাড়া তালিকায় রয়েছেন বিহারের বিহারের সাবা আহমেদ, সোনু শাহ, বীরেন্দ্র কিস্কু ও সুশীল কুমার। রয়েছেন উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, ওড়িশা ও অসমের শ্রমিকরাও।

শ্রমিকদের বিশেষভাবে পরিবর্তিত স্ট্রেচারে নিয়ে আসা হয়েছিল; এগুলি পাহাড়ের পাশে খনন করা গর্তগুলিতে প্রবেশ করানো দুই মিটার প্রশস্ত পাইপের নীচে ম্যানুয়ালি নামানো হয়েছিল। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সবা এনডিআরএফ-এর কর্মীরা প্রথমে পাইপের নিচে গিয়ে আটকা পড়া মানুষদের অবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং উদ্ধার প্রোটোকলের মাধ্যমে তাদের গাইড করেন। প্রতিটি শ্রমিককে স্ট্রেচারে বেঁধে রাখা হয়েছিল যা পরে ৬০ মিটার পাথর এবং ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে ম্যানুয়ালি টেনে আনা হয়েছিল। উদ্ধারস্থল থেকে পাওয়া ছবিতে দেখা গেছে, একটি অ্যাম্বুলেন্স উদ্ধারস্থল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে চিনিয়ালিসৌরে স্থাপিত জরুরি চিকিৎসা সুবিধায় পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি শ্রমিকের জন্য একটি করে অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সন্ধ্যা ৭টার দিকে উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপের শেষ অংশটি ভেঙে ফেলেন।

এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ কর্মীরা আটকে পড়া শ্রমিকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ইস্পাত দণ্ড নিয়ে প্রবেশ করে এবং একের পর এক চাকাযুক্ত স্ট্রেচারে করে তাদের বের করে আনা হয়।

কর্মকর্তারা তাদের উদ্ধারের আগে জানান, ৯০ সেন্টিমিটার (৩ ফুট) চওড়া একটি সরু পাইপের মাধ্যমে চাকাযুক্ত স্ট্রেচারে করে ৪১ জন শ্রমিককে বের করে আনার প্রক্রিয়া শিগগিরই শুরু হওয়ার কথা ছিল। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সদস্য সৈয়দ আতা হাসনাইন বলেন, চারজন উদ্ধারকর্মীর তিনটি করে দল প্রথমে ওই এলাকায় প্রবেশ করে। তিনি নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা ৪০০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এর সাথে জড়িত এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত সুরক্ষা সতর্কতা অবলম্বন করছি। আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিকের প্রত্যেককে সরিয়ে নিতে তিন থেকে পাঁচ মিনিট করে সময় লাগে।

গত ১২ নভেম্বর উত্তর ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের ৪.৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) সুড়ঙ্গটি ধসে পড়ার পর থেকে আটকে রয়েছেন ভারতের দরিদ্রতম রাজ্যের স্বল্প মজুরির শ্রমিকরা। তারা একটি পাইপের মাধ্যমে খাদ্য, জল, আলো, অক্সিজেন এবং ওষুধ পাচ্ছিলেন। কিন্তু উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রিলিং মেশিন দিয়ে তাদের উদ্ধারের জন্য একটি সুড়ঙ্গ খননের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অভূতপূর্ব সংকট মোকাবিলায় নিয়োজিত সরকারি সংস্থাগুলো সোমবার 'ইঁদুর খনি শ্রমিকদের' ৯০ সেন্টিমিটার (৩ ফুট) চওড়া একটি পাইপের ভেতর থেকে হাত দিয়ে পাথর ও নুড়ি খনন করার আহ্বান জানায়।

খনি শ্রমিকরা একটি আদিম, বিপজ্জনক এবং বিতর্কিত পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ, যা বেশিরভাগ সংকীর্ণ পথের মাধ্যমে কয়লা জমা পেতে ব্যবহৃত হয় এবং তাদের নামকরণ করা হয়। কারণ তারা ইঁদুরের অনুরূপ। মধ্য ভারত থেকে আনা খনি শ্রমিকরা সোমবার রাত পর্যন্ত কাজ করেন এবং অবশেষে মঙ্গলবার বিকেলে আনুমানিক ৬০ মিটার পাথর, মাটি এবং ধাতু ভেঙে ফেলেন। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে ধন্যবাদ জানান।

জানা গেছে, দড়ি, সিঁড়ি এবং স্ট্রেচার নিয়ে কয়েক ডজন উদ্ধারকর্মী সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেন এবং ৪১ জনকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাইরে ৪১টি অ্যাম্বুলেন্স সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। ঋষিকেশ শহরের একটি বৃহত্তর হাসপাতালে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টারগুলি প্রস্তুত রাখা হয়েছিল যদি তাদের কারও বিশেষজ্ঞের মনোযোগের প্রয়োজন হয়।

সুড়ঙ্গের ভিতরে ১০ টি শয্যা এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার সহ একটি অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে, যাদের সাইটে জরুরি যত্নের প্রয়োজন হতে পারে।

কঠোর টুপি পরা কিছু উদ্ধারকর্মী বিজয়ের চিহ্ন তৈরি করেছিলেন এবং ছবি তুলেছিলেন। অন্যরা ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় স্টাইলে শ্রমিকদের স্বাগত জানাতে গাঁদা ফুলের মালা বহন করেছিলেন। আটকা পড়া ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনদের, যারা ঘটনাস্থলের কাছাকাছি অবস্থান করছিল, তাদের মালামাল সহ সুড়ঙ্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য

মুসলিম বিধায়ক মন্দিরে প্রবেশ করায় গঙ্গাজল দিয়ে 'শুদ্ধিকরণ'

যোগী রাজ্যে উধাও হচ্ছে সম্প্রীতির বাতাবরণ

আপনজন ডেস্ক: সমাজবাদী পার্টির এক মুসলিম বিধায়কের পরিদর্শনের পর উত্তরপ্রদেশের সিদ্ধার্থনগরের একটি মন্দিরে 'গঙ্গা জল' ছিটিয়ে দেন হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা এবং নাগরিক সংস্থার কর্মকর্তারা।

ডোমারিয়াগঞ্জের সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক সৈয়েদা খাতুন দাবি করেছেন, রবিবার তাঁর নির্বাচনী এলাকার বলওয়া গ্রামের সাম্য মাতা মন্দিরের প্রশাসন তাকে 'মহা চণ্ডী যজ্ঞে' যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তাতে তিনি অংশ নেন। তিনি চলে যাওয়ার পরে, কিছু লোক তার আগমনের বিরুদ্ধে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে 'গঙ্গা জল' দিয়ে মন্দিরকে 'শুদ্ধ' করেন।

তবে বিধায়ক মাইদা খাতুন জোর দিয়ে বলেন, তিনি "বিপথগামী" লোকদের দ্বারা সৃষ্ট বিতর্কের কারণে মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করবেন না। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এসপি বিধায়ক বলেন, কিছু লোক ব্যক্তিগত মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আমার সফর নিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি করছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান এবং আরও কয়েকটি হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা সোমবার মন্দিরে গিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেন, হনুমান চলিসা পাঠ করেন এবং মাজবাদী পার্টির বিধায়ক সৈয়েদা খাতুনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। বারনি চাফা নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান শর্মারাজ ভার্মার মতে, সাম্য মাতা মন্দির ভক্তদের বিশ্বাসের কেন্দ্র। মানুষ মন্দিরে ভিড় জমায়।

সন্তোষ পাসওয়ান, মিথিলেশ পান্ডে, বিজয় মাধেসিয়া এবং প্রমোদ গৌতমসহ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের সদস্যদের নেতৃত্ব দেওয়া চেয়ারম্যান বলেন, স্থানীয় বিধায়ক আমিষভোজী এবং তার সফর জায়গাটির পবিত্রতাকে প্রভাবিত করেছে। তবে ডোমারিয়াগঞ্জ সার্কেল অফিসার সুজিত কুমার রায় বলেন, যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশের একটি দল এলাকায় টহল দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হলে স্থানীয় পুলিশ দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

পুলিশ জানিয়েছে যে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য একটি আয়োজক কমিটি গঠন করেছিল। আয়োজক কমিটির সম্পাদক শ্রীকান্ত শুক্লা এবং মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পূজারী প্রসাদ এস বিধায়ককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থনগরের এসপি অভিষেক কুমার আগরওয়াল বলেছেন, তারা ঘটনাটি তদন্ত করছেন এবং উন্নয়নের উপর নিবিড় নজর রাখছেন। বিধয়াক সৈয়েদা খাতুন বলেন, কিছু উপাদান একদল লোককে বিভ্রান্ত করছে। আমি সব ধর্মকে সম্মান করি। তাছাড়া আমি একজন জনপ্রতিনিধি। মন্দির হোক বা মসজিদ, আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে আমি অবশ্যই সেখানে যাব। বিভিন্ন মন্দিরের সংস্কারের জন্য তার বিধায়ক স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে। বাঁধনি চাফার নগর পঞ্চায়েতের প্রধান ধর্মরাজ ভার্মা এই শুদ্ধিকরণের নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, আইনপ্রণেতাকে কিছু 'অধার্মিক' লোক আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যেহেতু সৈয়েদা খাতুন একজন মুসলিম এবং গোমাংস খান। তাই এই পবিত্র স্থানে তার আগমন এটিকে অপবিত্র করে তুলেছিল। তার দাবি, এই শুদ্ধিকরণের পরে এই স্থানটি এখন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং উপাসনার উপযোগী হয়ে উঠেছে। মন্দিরের পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণ দত্ত শুক্লা জানিয়েছেন, মহাযজ্ঞের জন্য বিধায়ককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তিনি সন্ধ্যায় সেখানে এসেছিলেন। শুক্লার মতে, বিধায়ক সেখানে কিছুক্ষণ ছিলেন এবং চলে যাওয়ার আগে সমাজে সৌহার্দ্যের কথা বলেছিলেন। পরের দিন সকালে ভার্মা এবং তাঁর দল এখানে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে কেন তাকে ডাকা হয়েছিল এবং বলেছিল যে তার উপস্থিতির কারণে মন্দিরটি অপবিত্র হয়ে গেছে। এরপর তারা 'গঙ্গাজল' ছিটিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেন। উল্লেখ্য, গত বছর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে এক মুসলিম মন্ত্রী বিষ্ণুপদ মন্দিরে প্রবেশ করলে মন্দিরের কর্মীরা মন্দির প্রাঙ্গণকে 'বিশুদ্ধ' করতে বাধ্য হন।

জ্ঞানবাপির সমীক্ষা রিপোর্ট জমার জন্য ফের সময় চাইল এএসআই

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সংস্থা (এএসআই) মঙ্গলবার জ্ঞানবাপি মসজিদ কমপ্লেক্সের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষ রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য জেলা আদালতের কাছে আরও তিন সপ্তাহ সময় চেয়েছে। আদালত বুধবার এই আবেদনের শুনানি করবে।

হিন্দু পক্ষের আইনজীবী মদন মোহন যাদব জানিয়েছেন, মঙ্গলবার এএসআই তিন সপ্তাহ সময় বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে বলেছে, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সংমিশ্রণের জন্য আরও সময় প্রয়োজন। আবেদনে এএসআই জানিয়েছে, প্রত্নতাত্ত্বিক, সার্ভেয়ার এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সংগৃহীত বিভিন্ন ধরণের তথ্য নিয়ে তাদের বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন। এএসআইয়ের আবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে যাদব বলেন, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন সরঞ্জাম দ্বারা উৎপাদিত তথ্যের সংমিশ্রণ একটি কঠিন এবং ধীর প্রক্রিয়া এবং চূড়ান্ত জমা দেওয়ার জন্য প্রতিবেদনটি শেষ করতে আরও কিছু সময় লাগবে। তাই এএসআই-কে আরও তিন সপ্তাহ সময় দেওয়ার জন্য আদালতকে অনুরোধ করা হয়েছে। সময় বাড়ানোর আবেদনের শুনানির জন্য আগামী ২৯ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত। আদালতের নির্দেশে এএসআই গত ৪ আগস্ট থেকে জ্ঞানবাপি মসজিদ প্রাঙ্গণের সিলকরা অংশ বাদ দিয়ে ব্যারিকেড এলাকায় সমীক্ষাচালাচ্ছে।

বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পাশে অবস্থিত জ্ঞানবাপি প্রাঙ্গণের বৈজ্ঞানিক জরিপের জন্য আবেদন করা হয়েছিল, যাতে সপ্তদশ শতাব্দীর মসজিদটি কোনও হিন্দু মন্দিরের পূর্ব-বিদ্যমান কাঠামোর উপর নির্মিত হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণ করা যায়। তবে জেলা আদালত ১৭ নভেম্বর জরিপ সংস্থার চাওয়া ১৫ দিনের পরিবর্তে ১০ দিন সময় দিয়েছিল। বারাণসীর জেলা জজ ডঃ এ কে বিশ্বেশা এএসআইকে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে মসজিদ প্রাঙ্গণে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক জরিপের চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছিলেন।

উল্লেখ্য, বারাণসী জেলা আদালত চলতি বছরের ২১ জুলাই এএসআইকে জ্ঞানওয়াপি মসজিদ প্রাঙ্গণে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেয়।

এলাহাবাদ হাইকোর্টও ৩ আগস্ট জেলা আদালতের আদেশ বহাল রেখেছিল। ২০২৩ সালের ৫ আগস্ট রে পর থেকে ষষ্ঠবার এএসআই জরিপ শেষ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য সময় চেয়েছে। বারাণসীর জেলা জজ বুধবার এএসআইয়ের আবেদনটি শুনানির জন্য গ্রহণ করবেন।

DANBIR ACADEMY

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

দানবীর অ্যাকাডেমি

ভর্তি চলছে

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

✆ 9143076708 ✆ 9734387558

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

◆ বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
◆ সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
◆ সঠিক বাংলা উচ্চারণ
◆ বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
◆ পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
◆ প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ
সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০/-
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩২১ সংখ্যা, ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১৪ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

‘আশ্চর্য কী?’

যক্ষবেশী বক অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিল বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে। তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল–‘আশ্চর্য কী?’ যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিয়াছিলেন, ‘প্রতিদিন জীবগণ মরিতেছে, অথচ অবশিষ্ট সকলে অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে–ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য কী?’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।’ কিন্তু জন্মিলে তো মরিতে হইবেই। মহান আল্লাহ্ (সুরা নিসা, আয়াত-৭৮) ঘোষণা করিয়াছেন–‘তোমরা যেইখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, যদিও তোমরা কোনো শক্ত ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।’ মহানবী (স.) এরশাদ করিয়াছেন–‘আদম সন্তান বৃদ্ধ হইয়া যায় কিন্তু তাহার দুইটি বিষয় অবশিষ্ট থাকে–লোভ ও আশা।’ যাহার ফলে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত মনে হয় মৃত্যু তুচ্ছ বিষয়। যদিও প্রতিদিন হাজারো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর খবর তাহার কানে আসে; কিন্তু হাজারো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর খবর শুনার পরই ভাবে তাহার মৃত্যুর সময় হয়তো এখনো হয় নাই। সে আসলে নানাভাবে মৃত্যুর কথা ভুলিয়া থাকে, মৃত্যু হইতে পালাইতে চাহে; কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, ‘আমি তোমাদের মৃত্যুর সময় ঠিক করিয়া দিয়াছি।’ (সুরা ওয়াকিআহ :৬০)।

মুশকিল হইল, নির্বোধ ক্ষমতাবানরা ভুলিয়া যান ধর্মের কথা, জগতের পরম সত্যকথা। আমরা দেখিতে পাই চারিদিকে হানাহানি-মারামারি, খুনখারাবি, বিভিন্ন অস্ত্রের চোখরাঙানি, কথিত শক্তিশালীদের চমকানি ধমকানি শাসানি। যাহারা এত ধরনের অন্যায় অত্যাচার জুলুমবাজি এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেছে, তাহারা কেহই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেকেই ক্ষমতার স্বাদ পাইয়া মনে করেন, তাহারা যেন অমর! কিন্তু তাহারা যদি প্রতিক্ষণ স্মরণে রাখিতেন–রাতে ঘুমাইতে যাইতেছি, সেই ঘুমই শেষ ঘুম হইতে পারে; যেই খাবারটা খাইতেছি–উহাই শেষ খাবার হইতে পারে; তাহা হইলে অন্তত তাহাদের হৃদয়ে মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি ভয় জাগরূক থাকিত, তাহারা মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেন না। পার্থিব জগতে কিছুই তো থাকিবে না। কে অমর রহিবে? আমরা দেখিয়াছি প্রাচীন যুগে অমরত্ব লাভের মানসে প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজারা বিভিন্ন কেমিস্ট নিয়োগ করিতেন অমৃতসুধা আবিষ্কারের জন্য। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ বছর পূর্বেকার চীনের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট কিন শি হুয়াং মৃত্যুর কথা চিন্তাই করিতে পারিতেন না। অমরত্বের সুধা বানাইবার ব্যর্থতার দায়ে তিনি প্রায় ৪৫০ বিজ্ঞানীকে জীবন্ত কবরও দিয়াছিলেন। তাহার পরও অমরত্ব সুধা হুয়াংকে অমরত্ব দান করিতে পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর মৃতদেহটিকে পচা মাছ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে মৃতদেহের পচা গন্ধ চাপা পড়িয়া যায়। জীবিতাবস্থায় কিন শি বড় গলায় বলিতেন–তাহার বংশধরেরা সহস্র-অযুত বছর রাজ্য শাসন করিবে। অথচ বিধাতার নির্মম পরিহাস হইল–তাহার মৃত্যুর মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাহার বংশের আস্ফালন চিরতরে শেষ হইয়া যায়। প্রকৃত অর্থে মহাকালের নিষ্ঠুর করাল গ্রাসে সকলকে ক্রমশ বিলীন হইয়া যাইতেই হয়। এই জন্য পৌরাণিক যুগে ঋষির নিকট বসিয়া শিষ্য যখন জিজ্ঞাসা করেন, ‘কী করিয়া অমর রহিব, গুরুদেব?’ ঋষি উত্তরে বলেন, ‘মানুষের জন্য ভালো কাজ করো বত্স, মানুষের মনে অমর রহিবে।’ অমর হওয়া যায় কেবল নিজেদের ভালো কাজের মাধ্যমে। আর খারাপ কাজের জন্য কোনো না কোনো সময় মহাকালের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতেই হয়। অর্থাৎ মানুষ মূলত বাঁচিয়া থাকে তাহার সুকীর্তির মাধ্যমে। এই জন্য সুকীর্তি এত গুরুত্বপূর্ণ। কবি সুকান্ত যেমন বলিয়াছেন :‘জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে।/ চলে যেতে হবে আমাদের।/ চলে যাব–তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল...।’ সুতরাং এই জঞ্জাল দূর করিবার জন্য আমাদের প্রাণপাত করিতে হইবে। নচেৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা এই জনপদকে বসবাস উপযুক্ত করিয়া যাইতে পারিব না। যেইভাবেই হউক, এই জনপদকে বসবাসের উপযুক্ত করিতেই হইবে। ইহা প্রতিটি দায়িত্বশীল মানুষের ইমানি দায়িত্ব।

.....

কপ-২৮ শীর্ষ সম্মেলনে প্রত্যাশা

আসছে ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে কপ (কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ)-এর ২৮তম শীর্ষ সম্মেলন। বিশ্বনেতাদের সরব উপস্থিতি থাকবে জাতিসংঘের এই শীর্ষ জলবায়ু সম্মেলনে। সম্মেলনে রেকর্ড ব্রেকিং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘটনা ও বার্ষিক কার্বন নিঃসারণ কমানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে যথারীতি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে লড়াই চলছে, তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিবারের মতো এবারের সম্মেলনেও বেশ কিছু প্রত্যাশা থাকবে বিশ্ববাসীর। লিখেছেন **ক্লারা ফং।**

আসছে ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে কপ (কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ)-এর ২৮তম শীর্ষ সম্মেলন। বিশ্বনেতাদের সরব উপস্থিতি থাকবে জাতিসংঘের এই শীর্ষ জলবায়ু সম্মেলনে। সম্মেলনে রেকর্ড ব্রেকিং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘটনা ও বার্ষিক কার্বন নিঃসারণ কমানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে যথারীতি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে লড়াই চলছে, তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রতিবারের মতো এবারের সম্মেলনেও বেশ কিছু প্রত্যাশা থাকবে বিশ্ববাসীর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কপ-২৮ জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আমরা ভালো সংবাদ শুনব বলেই আশা রাখি। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় বৈশ্বিক লড়াইয়ের প্রশ্নে কার্যকর ও জুতসই উদ্যোগের অবতারণা ঘটবে বলেও প্রত্যাশা থাকবে। চাওয়া থাকবে, জলবায়ু অর্থায়ন (ক্লাইমেট ফান্ডিং) বৃদ্ধির পাশাপাশি জ্বালানি স্থানান্তরের (জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বের হয়ে নবায়নযোগ্য উৎসর সন্ধান) বিষয়ও গুরুত্ব পাবে সব মহলে।

ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিং তথা কপের এবারের শীর্ষ সম্মেলনে প্রত্যাশা একটু বেশিই থাকবে অন্যান্য বারের চেয়ে। এর কারণ, ২৮তম কপ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বেশ বড় পরিসরে। কপ-২৮-এর আয়োজক দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএইউ)। সম্মেলনে ৭০ হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবে বলে এখন পর্যন্ত ধারণা করা হচ্ছে। ইউএইয়ের রাজধানী দুবাইয়ে সম্মেলন উপলক্ষ্যে জড়ো হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে থাকবেন বহু সরকারি কর্মকর্তা, ব্যাবসায়িক ও আর্থিক নেতা, তরুণ আইনজীবী, আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। বিভিন্ন লবিস্টের পাশাপাশি সম্মেলনে অংশ নেবেন জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানির প্রতিনিধিরা। বলা হচ্ছে, কপ-২৮ সম্মেলনে উপস্থিতির সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না। এই বিচারে এবারের সম্মেলন থেকে ভালো কিছু প্রত্যাশা করাটা বাড়াবাড়ি হবে না মোটেই।

মনে থাকার কথা, গত বছর মিশরের শারম আল-শেখে অনুষ্ঠিত কপের ২৭তম শীর্ষ সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারকারী দেশগুলোর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এটা ইতিবাচক পরিবর্তন বটে। এবারও ব্যতিক্রম কিছু ঘটবে না বলেই প্রত্যাশা থাকবে। এ ধরনের পরিবর্তন আমাদের আশার পথ দেখায়। যদিও সম্মেলনে যেসব প্রতিশ্রুতির কথা শোনা যায় অংশগ্রহণকারীদের মুখে, বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটতে দেখা যায় না কাঙ্ক্ষিত মাত্রায়। তবে পরিবর্তন আসছে, এটাই-বা কম কীসে?

কপ-২৮ সম্মেলনে মার্কিন জলবায়ু দূত জন কেরির অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। উপস্থিত থাকবেন চীনের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি জি জেনহুয়াও। বিশ্বের দুই বৃহত্তম গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারীর এবারের সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার সংবাদ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কম পাওয়া নয়।

আমরা জানি, চলতি নভেম্বরে অনুষ্ঠিত এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশনের (এপেক) শীর্ষ সম্মেলনের নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। উক্ত সম্মেলনে মিথেন গ্যাস নির্গমনসহ অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে এ দুই দেশ। এরই ধারাবাহিকতায় আসন্ন কপ-২৮ সম্মেলনে দুই দেশের পাঠানো প্রতিনিধিদের মুখ থেকে উক্ত বিষয়ে পুনঃপ্রতিশ্রুতির আশা তো থাকবেই, একই সঙ্গে থাকবে প্রতিশ্রুতি ত্বরান্বিত করার রূপরেখা। অবশ্য জলবায়ু সহযোগিতার জন্য নতুন করে ‘ওয়ার্কিং গ্রুপ’ চালু করার বিষয়ে উভয় দেশ সম্মত হয়েছে বলে জানা গেছে ইতিমধ্যে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হওয়ার অর্থ হলো এ ক্ষেত্রে বেশ খানিকটা কাজ এগিয়ে থাকা, যা সত্যিই আনন্দের সংবাদ। বিশেষজ্ঞরাও বলছেন একই কথা। তাদের ভাষ্য, জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মার্কিন-চীন উদ্যোগ আলোর পথ দেখাবে। কপ-২৮-এ এ দুই পক্ষের অংশগ্রহণ জলবায়ু চুক্তির প্রশ্নে বড় ধরনের সম্ভাবনা বয়ে আনবে নিঃসন্দেহে। তবে এ-ও মাথায় রাখতে হবে, মার্কিন-চীন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ু চুক্তির কোনো বিষয় ঝুলে যায় কি না!

আমরা জানি, চলতি নভেম্বরে অনুষ্ঠিত এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশনের (এপেক) শীর্ষ সম্মেলনের নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। উক্ত সম্মেলনে মিথেন গ্যাস নির্গমনসহ অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে এ দুই দেশ। এরই ধারাবাহিকতায় আসন্ন কপ-২৮ সম্মেলনে দুই দেশের পাঠানো প্রতিনিধিদের মুখ থেকে উক্ত বিষয়ে পুনঃপ্রতিশ্রুতির আশা তো থাকবেই, একই সঙ্গে থাকবে প্রতিশ্রুতি ত্বরান্বিত করার রূপরেখা।

জানিয়ে রাখা দরকার, দুবাইয়ে কপ-২৮ শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানির সিইও সুলতান আহমেদ আল জাবের। আমিরাতের লক্ষ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বড় ধরনের নেতা হিসেবে নিজের অবস্থান শক্ত করা। যদিও এ নিয়ে ইতিমধ্যে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে আবুধাবিকে। এর কারণ, জীবাশ্ম জ্বালানিকে ‘পর্যায়ক্রমে আউট’ করার বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান নিশ্চিতে ব্যর্থ হয়েছে দেশটি, এমন আলোচনা নতুন নয়।

আমরা দেখে আসছি, প্রতিবারই কপের শীর্ষ সম্মেলন ঘিরে বিক্ষোভে নামে পরিবেশবাদীরা। সম্মেলনের সময় আয়োজক দেশে বিক্ষোভ প্রদর্শনে জড়ো হতে দেখা যায় তাদের। এই অর্থে, দুবাইয়ের কপ-২৮ সম্মেলন মঞ্চের আশপাশেও তাদের জড়ো হতে দেখা যাবে বলে ধরে নেওয়া যায়। আল জাবের অবশ্য ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, ‘বিক্ষোভকারীদের দেশে প্রবেশে কোনো ধরনের বাধা দেব না আমরা।’ যদিও জাবেরের এই কথার পরও নির্বিচার আটকের ঝুঁকি নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন পরিবেশকর্মীরা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারী গ্রুপ ফ্রিডম হাউজের ভাষ্যও এক। এই সংস্থার ভাষ্যানুযায়ী, নাগরিক স্বাধীনতার বিধিনিষেধ ও রাজনৈতিক অধিকারের খর্বতার কথা বিবেচনা করে বলা যায়, জলবায়ুকর্মীদের বিক্ষোভ সামলাতে তাদের বাধা (ধরপাকড়) না দিয়ে থাকতে পারবে না আমিরাত।

কপ-২৮ সম্মেলনে জলবায়ু তহবিল ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব দেশ বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকারে পরিণত হচ্ছে, সেই সব দেশের জন্য এটা খুশির সংবাদ স্বাভাবিকভাবেই। এই সম্মেলনে মোটাদাগে চারটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেতে পারে। এক, জ্বালানি ব্যবহার স্থানান্তর। দুই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৬০টিরও বেশি দেশের সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত রুখতে কাজ করা। তিন, জলবায়ু অর্থায়ন (তহবিল) বাড়ানো। চার, জলবায়ু অভিযোজন ও স্থিতিস্থাপকতা এবং টেকসই উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য রক্ষার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দুঃখজনক খবর হলো, চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত এক জরিপে উঠে এসেছে, ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির শর্ত পূরণ করছে না অধিকাংশ দেশ। কার্বন নির্গমন হ্রাসের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিভিন্ন সরকার, তা পূরণে দৃশ্যমান কোনো প্রচেষ্টাই নেই দেশগুলোর। এই প্রবণতা নিতান্তই দুঃখজনক। এভাবে চলতে থাকলে জলবায়ুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করাটা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এক প্রতিবেদনে জানা যায়, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে ঠিকভাবে কাজ করছে না দেশগুলো। এ নিয়ে তাদের যেন কোনো মাথাব্যথাই নেই! এর ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস নেট জিরোতে নামিয়ে আনার যে প্রচেষ্টা চলছে, তা অর্জন করা আদৌ সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনকারী দেশগুলোর সতর্ক হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

অনেকের জানা, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রার রেকর্ড গড়েছে। ঐ মাসে বৈশ্বিক উষ্ণতার বড় ধরনের উল্লম্ফন দেখেছে বিশ্ব। এভাবে চলতে থাকলে বিপদ, জলবায়ুর হাত থেকে বাঁচা মুশকিল হয়ে পড়বে।

এখন প্রশ্ন হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে বাঁচার উপায় কী? কোন পথে হাঁটলে এড়ানো যাবে এর অভিঘাত? সত্যি বলতে, প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা ভুলে যাওয়ার মধ্য দিয়েই এই বিপদ ডেকে আনছে দেশগুলো। সম্মেলনগুলোতে রেজল্যুশন হয় বটে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা সঠিকভাবে মানতে চায় না খোদ চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলোই। এক্ষেত্রে কপ-২১ কিংবা ২০১৫ প্যারিস চুক্তির কথা বলা যায়। গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য যেসব প্রতিশ্রুতির কথা শোনা গিয়েছিল দেশগুলোর মুখে, তা কি তারা পালন করেছে ঠিকঠাকভাবে? বাস্তবতা হলো, চুক্তি হয় বটে, কিন্তু এর কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকে না। সাধারণত আইনত বাধ্যতামূলক না হওয়ার কারণেই আগেকার প্রতিটি শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষর হওয়া চুক্তি মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আসন্ন কপ-২৮ সম্মেলনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্যকর কোনো চুক্তির নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্গমনকে ‘শূন্যে’ নামিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে পারে। এক্ষেত্রে কতটা সফল হয় তারা, তা দেখার বিষয়। যদিও বেশির ভাগ বিশ্লেষকের অভিমত, কপ-২৮ সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধের বিষয়ে হয়তোবা আগের মতো করেই কেবল প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি শোনা যাবে বিশ্বনেতাদের মুখ থেকে!

লেখক :জলবায়ু বিশেষজ্ঞ। কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস থেকে অনুবাদকৃত

নৌযুদ্ধে বড় সফলতা, রাশিয়াকে কি কাবু করতে পারবে ইউক্রেন

বেসিল গেরমন্ড

বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্রে এখন গাজা যুদ্ধ। এরপরও অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ একটা অচলাবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে। এখন পর্যন্ত ইউক্রেনের প্রত্যাশা জাগানো গ্রীষ্মকালীন পাল্টা আক্রমণ অভিযান উল্লেখ করার মতো কোনো ফল বয়ে আনতে পারেনি। অন্যদিকে রাশিয়াও কোনো অগ্রগতি ঘটাতে পারেনি।

সামরিক অভিধানে অচলাবস্থা সব সময় নেতিবাচক ধারণা না-ও হতে পারে। ইতিবাচক না নেতিবাচক হবে–সেটা প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে। অচলাবস্থার এই সময়টায় অস্ত্র ও গোলাবারুদের শূন্য ভান্ডার আবার পূর্ণ করার (যেমন রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত কমে এসেছে) অথবা যুদ্ধের পরের ধাপের জন্য নতুন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র (যেমন ইউক্রেন এফ-১৬ যুদ্ধবিমান পাওয়ার অপেক্ষায়) আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করলে এই ধরনের অচলাবস্থায় দুই পক্ষই মিত্র ও অংশী দেশগুলোর সঙ্গে সলাপরামর্শ করার সুযোগ পায়। এটাও সত্য যে যুদ্ধক্লান্তির কারণেও অচলাবস্থা তৈরি হয়। পশ্চিমে ইউক্রেনের মিত্রদের মধ্যে নানা মাত্রায় যুদ্ধক্লান্তি দেখা যাচ্ছে।

যাহোক, সমুদ্রযুদ্ধ বিবেচনায় নিলে চিত্রটা কিন্তু ভিন্ন।

সাম্প্রতিক মাসগুলোয় সমুদ্রে ইউক্রেন নাটকীয়ভাবে নিজেদের সাফল্য দেখাতে পেরেছে। এর ওপর ভর করে আসন্ন শীতে কৃষ্ণসাগরে বড় ধরনের কৌশলগত ও রাজনৈতিক সুবিধা পাবে ইউক্রেন।

কিয়েভ দাবি করেছে, যুদ্ধের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইউক্রেনীয় বাহিনী রাশিয়ার কৃষ্ণসাগর নৌবহরের ২৭টি যুদ্ধজাহাজ ও নৌযান ধ্বংস করেছে। এগুলোর মধ্যে রাশিয়ার নৌবহরের প্রধান যুদ্ধজাহাজ ১১ হাজার টনের মস্কোভাও রয়েছে। রাশিয়ার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রবাহী কিলো-ক্লাস একটি সাবমেরিনও ধ্বংস করেছে ইউক্রেন।

গত কয়েক মাসে ক্রিমিয়ার সেভাস্তপলে রাশিয়ার নৌঘাঁটিতে বেশ কয়েকবার সফল হামলা করেছে ইউক্রেন। এ হামলা থেকে এটা স্পষ্ট যে নৌঘাঁটিটি আর সুরক্ষিত নয়। এ হামলার কারণে কৃষ্ণসাগর বহরের অধিকাংশ যুদ্ধজাহাজ ও নৌযান রাশিয়ার মূলভূমির নভরস্কি বন্দরে নিয়ে নোঙর করে রাখতে হয়েছে।

কিলো-ক্লাস সাবমেরিনগুলোকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে রাখা রাশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এ ধরনের ব্যয়বহুল ও দুর্লভ নৌযান খোয়া যাওয়া রাশিয়ার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। আসন্ন শীতেও আগের বছরের মতো ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা করার চেষ্টা করবে রাশিয়া। এই হামলা করার জন্য কৃষ্ণসাগরের নৌবহর কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখন ইউক্রেন থেকে

অনেক দূরে রাশিয়ার নৌবহর সরিয়ে রাখার কারণে কৌশলগত ও রসদের জোগান–দুই দিক থেকেই মস্কোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ, শিপইয়ার্ড, কমান্ড কেন্দ্র ও আকাশ প্রতিরক্ষা স্থাপনা–ইউক্রেনের সফল হামলার প্রভাব শুধু কৃষ্ণসাগরেই সীমাবদ্ধ নেই। এর প্রভাব আরও বিস্তৃত।

এর কারণ হলো ইউক্রেনে স্থলযুদ্ধ একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, রাশিয়া ও ইউক্রেন দুই পক্ষই একে অন্যকে পুরোপুরি পরাজিত করতে চায়। কৃষ্ণসাগরে ইউক্রেনের সফল হামলা ক্রিমিয়া রক্ষায় রাশিয়ার নাজুকতার প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছে। এর তাৎপর্য অনেক। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ইউক্রেন শিগগির ক্রিমিয়া উপদ্বীপটির পুনর্নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে। কিন্তু ক্রিমিয়ার ওপর যে হুমকি তৈরি হয়েছে, তাতে করে রাশিয়া বাধ্য হচ্ছে তাদের সীমিত সম্পদ ক্রিমিয়ার সুরক্ষায় ব্যবহার করতে। এতে করে সামগ্রিকভাবে মস্কোর কৌশলনীতিতে প্রভাব পড়ছে। ইউক্রেন থেকে দূরে রাশিয়ার নৌবহর রাখার কারণে আরও একটি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম কৃষ্ণসাগরের পথটাই ইউক্রেনের সঙ্গে বাকি বিশ্বের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান পথ। সেই পথ থেকে দূরে নৌবহর রাখার কারণে ইউক্রেনের ওপরে রাশিয়ার অবরোধ তৈরি করার প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যেমনটা বলেছেন, বিশ্বের অন্য অংশে অস্থিতিশীলতা তৈরির কাজে রাশিয়া আর কৃষ্ণসাগরকে ব্যবহার করতে পারবে না। যদিও সেভাস্তপল থেকে নৌবহর সরিয়ে রাখলেও বেসামরিক নৌযানে হামলা করা থেকে বিরত নেই রুশ নৌবহর। ৯ নভেম্বর কৃষ্ণসাগরের ওদেসা বন্দরে প্রবেশের সময় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী একটি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই হামলায় একজন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন চারজন। সমুদ্রে অবরোধ কেবলমাত্র তখনই কার্যকর হতে পারে, যখন জাহাজ চালনায় অর্থনৈতিক ঝুঁকি তৈরি থাকবে এবং ইনস্যুরেন্স ব্যয় অনেক বেশি হবে। রাশিয়ার অবরোধ এড়াতে হলে বৈশ্বিক জাহাজ–বাণিজ্যে কিয়েভকে একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে হবে। সে জন্য রুশ নৌবাহিনী যে হুমকি তৈরি করেছে, সেটা প্রশমন করা। অন্য দেশগুলোর সঙ্গে ইউক্রেনের সামুদ্রিক বাণিজ্য স্বাভাবিক করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, লাইবেরিয়ান জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পরও ইউক্রেন সরকার যুক্তরাজ্যের ১৪টি ইনস্যুরেন্স সংস্থার সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলেছে। এ চুক্তি উপলক্ষে ইউক্রেনীয় প্রধানমন্ত্রী ড্যানিশ শিমহ্যাল বলেন, এই চুক্তির ফলে সামরিক ঝুঁকির বিপরীতে ইউক্রেনের সব ধরনের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ইনস্যুরেন্স ব্যয় হ্রাসকৃত মূল্য পাওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে কৃষ্ণসাগরের এই পথে রপ্তানিকারকদের আরও বড় সুযোগ সৃষ্টি হলো। ইউক্রেনে যত বেশি জাহাজ আসবে, ততই পরিষ্কার হয়ে যাবে ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার অবরোধ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা খেলো হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ কিয়েভের মিত্ররা এটা বুঝতে পারছে যে কৃষ্ণসাগরে ইউক্রেন বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এ কারণে স্থলে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরও নৌযুদ্ধে সাফল্য প্রমাণ করে ইউক্রেনের প্রতিরোধক্ষমতা অনেক বেশি।

বেসিল গেরমন্ড যুক্তরাজ্যের ল্যানক্যাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার অধ্যাপক

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

সৌদিতে একসঙ্গে দুই চাকরির অনুমতি

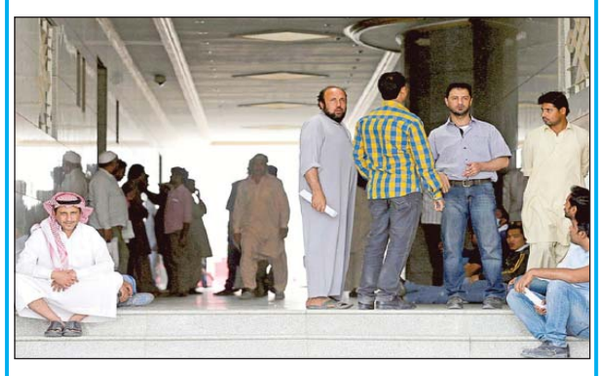

আপনজন ডেস্ক: বেসরকারি খাতের কর্মীদের একসঙ্গে দুই চাকরির অনুমতি দিয়েছে সৌদি আরব।

দেশটির শ্রম অধিদফতর জানায়, কর্মীর কর্মসংস্থান চুক্তিসহ বেসরকারি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালায় বিষয়টি যুক্ত করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা হবে।

সম্প্রতি চাকরির বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিযোগিতা বাড়াতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ।

এর আগে সৌদি মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় বেসরকারি খাতের কর্মীদের একসঙ্গে দুটি কাজের অনুমোদনের বিষয়ে একটি খসড়া বিধি প্রণয়ন করে।

গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ল দু

আপনজন ডেস্ক: মানবিক কারণে গাজা উপত্যকায় আরো দুই দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর একটি চুক্তি হয়েছে। সোমবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন কাতারের পররাষ্ট্র মাজেদ আল-আনসারি । এছাড়া বিষয়টি ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী সংগঠন হামাসও নিশ্চিত করেছে।

এক বিবৃতিতে হামাস বলছে, একই শর্ত অনুসরণ করে কাতার ও মিসরে মধ্যকার চুক্তির মাধ্যমে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি বাড়ানো হয়েছে।

এর আগে, হামাস চার দিনের যুদ্ধবিরতি চাইলেও ইসরাইল চাইছে প্রতিদিন সিদ্ধান্ত নিতে যে তা বাড়ানো হবে কিনা। শুক্রবার শুরু হওয়া বিরতিতে অন্তত ৩৯ জন পণবন্দীকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। বিনিময়ে ইসরাইল ১১৭ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে। মঙ্গলবার ভোরে নির্ধারিত শেষ হওয়ার আগে যুদ্ধবিরতি বাড়ানো হবে কিনা তা নিয়ে কৌতুহল ছিল বিশ্বজুড়ে। রোববার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, 'এই বিরতিটিকে আরো বাড়ানো আমাদের লক্ষ্য। যেন আমরা আরো বন্দী মুক্তি দেখতে পারি এবং গাজার প্রয়োজনে আরো বেশি মানবিক সহায়তা দিতে পারি।' তিনি বলেছিলেন, তিনি যতদিন বন্দীরা বেরিয়ে আসছে ততক্ষণ যুদ্ধবিরতি চান। গাজায় যুদ্ধবিরতি বর্ধিত করার বিষয়ে একমত হওয়ার কাছাকাছি মধ্যস্ততাকারী তিন দেশ মিসর, কাতার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলোচকরা। তবে এখনো যুদ্ধবিরতি কত দিন বর্ধিত করা হবে এবং কোন কোন বন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে। মিসরের তিনটি নিরাপত্তা সূত্র রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছে। ইসরাইল ও হামাস উভয়েই যুদ্ধবিরতিতে রাজি। ইসরাইলি সরকারের মুখপাত্র ইলন লেভি জানিয়েছেন, আরো বন্দী মুক্তি পেলে ইসরাইল যুদ্ধবিরতি বাড়াবে। সোমবার ইলন লেভি বলেন, গাজায় হামাসের কাছে বন্দী আরো ৫০ জনকে মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর বিষয়ে আগ্রহী ইসরাইল। তিনি আরো বলেন, গাজা উপত্যকায় এখনো ১৮৪ ইসরাইলি আটক রয়েছে। ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে শুক্রবার থেকে চার দিনের যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত তিন ধাপে ১৭৫ বন্দী বিনিময় হয়েছে। মুক্তি পাওয়া বন্দীদের মধ্যে ৩৯ জন হামাস বন্দী ১৩ জনের তিনটি গ্রুপে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়া ৩৯ জনের তিনটি গ্রুপে ১১৭ ফিলিস্তিনি, ১৭ থাই, একজন ফিলিপিনো এবং একজন ইসরাইলি-রাশিয়ান মুক্তি পেয়েছে। হামাস একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে ইসরাইলি কারাগারে মোট ১৫০ ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুর বিনিময়ে ৫০ জন নারী ও শিশুকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে। কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল-জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, ইসরাইলি মিডিয়ার খবরে বলা হয়েছে যে সোমবার ১১ জনকে মুক্তি দেয়া হবে।

বোমা সংখ্যার চেয়ে রোগে, অসুখে বেশি মৃত্যু হতে পারে ফিলিস্তিনিদের: হু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার পুরোপুরি ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যদি সংস্কার করা না হয়, তাহলে বোমা হামলার তুলনায় রোগের কারণে বেশি প্রাণহানি ঘটতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

মঙ্গলবার সংস্থাটির একজন মুখপাত্র গাজায় শিশুদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক ব্যাধি ও ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যানের বরাত দিয়ে গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলেছে, অবরুদ্ধ উপত্যকায় ইসরায়েলের নির্বিচার বোমাবর্ষণে ১৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন;

যাদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশিই শিশু। এছাড়া ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে নিখোঁজ আছেন আরও অনেক মানুষ।

ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামলার প্রতিশোধে গাজার ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী হামাসকে ধ্বংস করার অঙ্গীকার করে গত ৭ অক্টোবর উপত্যকায় হামলা শুরু করে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী।

একই দিন ইসরায়েল থেকে ধরে নিয়ে গাজায় ২৪০ জনকে জিম্মি করে রাখে হামাস।

ইসরায়েলি হামলায় গাজা উপত্যকায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণহানি ঘটেছে। আর হামাসের হামলায় ইসরায়েলি নিহত হয়েছেন এক হাজার ২০০ জন; যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক।

জেনেভায় জাতিসংঘের এক ব্রিফিংয়ে ডব্লিউএইচওর মুখপাত্র মার্গারেট হ্যারিস বলেছেন, 'গাজার এই ভঙ্গুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার করতে না পারলে আমরা বোমাবর্ষণে যত মানুষ মারা গেছেন তার চেয়ে রোগে বেশি মানুষের মৃত্যু দেখবো।'

তিনি গাজায় সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে শিশুদের মাঝে ডায়রিয়ার প্রকোপ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাঁচ বছর বা তার বেশি বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে নভেম্বরের শুরুতে অন্যান্য স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার হার ১০০ গুণেরও বেশি বেড়েছে।

গত সাত সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে ইসরায়েলি হামলায় গাজা উপত্যকার চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলেছে, উপত্যকার ৩৫ হাসপাতালের প্রায় সবগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে।

তবে কয়েক দিন আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া গাজার বৃহত্তম আল-শিফা হাসপাতালের কিডনি ডায়ালাইসিস শাখার একাংশ মঙ্গলবার চালু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেখানকার কর্তৃপক্ষ। এদিকে, গাজায় হামাসের সাথে ইসরায়েলের প্রথম দফার চারদিনের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ সোমবার আরও অতিরিক্ত দু'দিনের জন্য বাড়ানো হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, মঙ্গলবার এবং বুধবার ১০ জন করে– মোট ২০ জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস। এর বিনিময়ে দু'দিনে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী থাকা ৬০ ফিলিস্তিনি মুক্তি পাবেন।

এর আগে, রোববার চার বছর বয়সী ইসরায়েলি-আমেরিকান এক মেয়ে শিশুসহ ১৭ জিম্মিকে মুক্তি দেয় হামাস। এর মধ্য দিয়ে গত শুক্রবার থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৫৮ জিম্মি হামাসের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। একই দিন ৩৯ ফিলিস্তিনিকে ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। চুক্তির আওতায় ইসরায়েলের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনির সংখ্যা ১১৭ জনে পৌঁছেছে।

হামাসকে কখনই ধ্বংস করা সম্ভব হবে না: কাতারের প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: গাজার ওপর ইসরায়েল যে আগ্রাসন চালিয়েছে তার প্রতি সমর্থন দেয়ার জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর সমালোচনা করেছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন আলে সানি। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, পশ্চিমাদের এই ভূমিকার কারণে যুদ্ধ পুরো মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তিনি বলেন, পশ্চিমা প্রতিক্রিয়ায় এ অঞ্চলে বড় রকমের হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম, ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করবে পশ্চিমারা। আমরা আশা করেছিলাম, অন্য সংঘাতের ক্ষেত্রে পশ্চিমারা যে নীতি ও মানদণ্ড রক্ষা করে, এ ক্ষেত্রে তারা অন্তত তাই করবে। কিন্তু গাজা যুদ্ধকে অন্য যুদ্ধের মতো করে দেখা হয়নি।

সোমবার ব্রিটিশ পত্রিকা ফাইনান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া সাক্ষাৎকারে কাতারের প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, গাজায় এই ধ্বংস, হত্যাযজ্ঞ ও বাস্তুচ্যুতির পর এখন সবার দায়িত্ব হচ্ছে- চলমান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর ব্যবস্থা করা।

হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার বিষয়ে ইসরায়েলের ঘোষণাকে কাতারের প্রধানমন্ত্রী বাস্তবসম্মত নয় বলে মন্তব্য করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এইসব ধ্বংসযজ্ঞের পর দিন শেষে হামাসকে নির্মূল করার ঘটনা কখনই ঘটবে না। সে কারণে চলমান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করা ভালো বলে তিনি মত দেন।

সদয় আচরণের জন্য হামাসকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইসরায়েলি নারী

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দি থাকা একজন ইসরায়েলি নারী তার প্রতি সদয় ও মানবিক আচরণ করার জন্য হামাস যোদ্ধাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ড্যানিয়েল অ্যালোনি নামের ওই ইসরায়েলি নারীকে তার ছয় বছর বয়সি মেয়ে এমিলিয়ার সঙ্গে গাজায় আটক রাখা হয়েছিল। অ্যালোনি ও তার মেয়ে গত শুক্রবার গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রথম দিনেই মুক্তি পান। অ্যালোনি বন্দি থাকা অবস্থায় হিব্রু ভাষায় চিঠি লিখে হামাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান বলে ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমগুলো খবর দিয়েছে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, হামাসের সামরিক বাহিনী ইজ্জাদিন আল-কাসসাম ব্রিগেডের যোদ্ধারা তাদের সঙ্গে অত্যন্ত সদয় আচরণ করেছেন। অ্যালোনি ছাড়া আরো যেসব ইসরায়েলি বন্দি হামাসের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছেন তারাও গাজায় বন্দি থাকা অবস্থায় সদ্ব্যবহার পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, তাদেরকে গাজায় অতিথির মতো সেবা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, হামাসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সময় ইসরায়েলি বন্দিদেরকে হাসিমুখে হামাস যোদ্ধাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে দেখা গেছে।

অ্যালোনি হামাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠিটি বন্দি অবস্থায় লিখলেও মুক্তি পাওয়ার পর তিনি এর উল্টোটা প্রমাণিত হয় এমন কোনো বক্তব্য দেননি।

তিনি আল-কাসসাম যোদ্ধাদেরকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, আপনারা আমার মেয়ে এমিলিয়ার সঙ্গে অসাধারণ মানবিক আচরণ করেছেন। আপনারা তাকে আপনাদের নিজেদের মেয়ের মতো করে ভালোবেসেছেন।

তিনি আরো লিখেছেন, তার ও তার মেয়ের সঙ্গে হামাস যোদ্ধারা যে সদয় আচরণ করেছেন তাতে তিনি গাজায় নিজেকে একজন রাণি হিসেবে অনুভব করেছেন এবং তার কাছে মনে হয়েছে তিনি সবার মধ্যমণি হয়ে উঠেছেন।

এখনো ৬০ ফিলিস্তিনি নারী ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী

আপনজন ডেস্ক: এরইমধ্যে ফিলিস্তিনের দেড়শ'র মতো বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। তার মধ্যে কয়েকজন নারীও আছেন।

তবে এখনো ইসরায়েলের কারাগারে ৬০ জন ফিলিস্তিনি নারী বন্দী রয়েছে। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর এই বন্দী নারীদের অধিকাংশকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিন কারাবন্দী সোসাইটি নামের একটি সংগঠন।

প্যালেস্টাইন প্রিজনার্স সোসাইটির মিডিয়া কর্মকর্তা আমাল সারাহনেহ জানিয়েছেন, ৭ অক্টোবরের থেকে পশ্চিম তীর থেকে ৫৬ জন নারীকে বন্দী করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এসময়ে মোট তিন হাজার ২৬০ ফিলিস্তিনিকে আটক করা হয়। এই সময়ে গাজায় চালানো ইসারয়েলি হামলায় প্রায় ১৬ হাজার মানুষের বেশি মানুষের প্রাণ গেছে। যাদের অধিকাংশই শিশু ও নারী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সিয়েরা লিওনে হামলায় সেনাসহ নিহত ২০, পলাতক ২০০০ বন্দি

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওনে সামরিক ব্যারাক, কারাগার ও অন্য কয়েকটি স্থানে হামলার ঘটনায় অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছে। হামলার পর রাজধানীর একটি কারাগার থেকে প্রায় ২০০০ জন বন্দি পালিয়ে গেছে। রোববার এসব হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে সোমবার দেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

ভোররাতে রাজধানী ফ্রিটাউনের বিভিন্ন অংশ থেকে গুলির শব্দ শোনা যেতে থাকে, এতে নগরীজুড়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হামলা প্রতিহত করার দাবি করে দেশটির সরকার এসব ঘটনার জন্য 'পক্ষত্যাগী সেনাদের' দায়ী করেছে। প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস মাডা বায়ো রোববার জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে বলেছেন, হামলার সঙ্গে জড়িত অধিকাংশ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাকিদের ধরতে অভিযান চালানো হচ্ছে। এসব ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। দেশটির সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল ইসা বেঙ্গুরা সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে জানিয়েছেন, হামলায় মোট ২০ জন নিহত হয়েছে; তাদের মধ্যে ১৩ জন সেনা, ৩ হামলাকারী, এক পুলিশ কর্মকর্তা, এক বেসামরিক ও এক বেসামরিক নিরাপত্তা কর্মী রয়েছেন।

ঝড়ের তাণ্ডবে রাশিয়া-ইউক্রেনে মৃত্যু ৪, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ২০ লাখ

আপনজন ডেস্ক: ঝড় ও ভারী বন্যায় বিপর্যস্ত যুদ্ধরত দুই দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেন। ঝড়ের তাণ্ডবে কমপক্ষে চারজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে রাশিয়ার স্থানীয় গণমাধ্যম। এছাড়া ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছে প্রায় ২০ লাখ মানুষ। সোমবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

রাশিয়ার জ্বালানি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দাগেস্তান, ক্রাসনোদার ও রোস্তভের পাশাপাশি ইউক্রেনের দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, খেরসন, জাপোরিঝিয়া এবং ক্রিমিয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

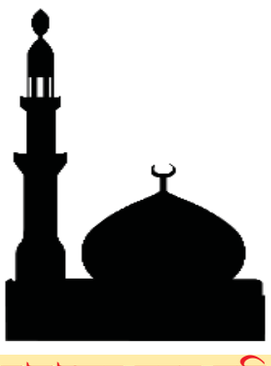

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৪	৫.৫৯
যোহর	১১.২৯	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৫	

আরো ১১ জিম্মিকে মুক্তি দিল হামাস, ছাড়া পেল ৩৩ ফিলিস্তিনি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতির চতুর্থ দিনে আরো ১১ জিম্মিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে মোট ৬৯জন জিম্মিকে মুক্তি দিল ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। আন্তর্জাতিক সংস্থা রেডক্রস বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সোমবার রাতে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১১ জিম্মির বিনিময়ে তেলআবিব ৩৩ ফিলিস্তিনি কারাবন্দিকে মুক্তি দিয়েছে। যাদের মধ্যে তিনজন নারী এবং ৩০জন শিশু রয়েছে। এ নিয়ে দেড়শ' শিশু ও নারী কারাবন্দিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। উল্লেখ্য, দেড় মাসেরও বেশি সময় যুদ্ধ চলার পর গত শুক্রবার চারদিনের যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে পৌঁছায় হামাস ও ইসরায়েল। এ চুক্তি অনুযায়ী, হামাস ৫০ বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে। অপরদিকে ইসরায়েল তাদের কারাগার থেকে ১৫০ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে। সোমবার ছিল এই চুক্তির শেষ দিন। যদিও ইসরায়েল হুমকি দিয়ে এসেছে, যুদ্ধবিরতি শেষ হলেই তারা আবারো গাজায় হামলা চালানো শুরু করবে। তবে শেষমুহূর্তে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হামাসের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরো দু'দিনের জন্য বাড়ানো হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় খনিতে দুর্ঘটনা, নিহত ১১

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার রাস্টেনবার্গে একটি প্লাটিনাম খনিতে দুর্ঘটনায় ১১ জন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরো ৭৫ জন। সোমবার (২৭ নভেম্বর) জোহানেসবার্গের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রাস্টেনবার্গ শহরে ইমপালা প্লাটিনাম কোম্পানির খনিতে শ্রমিকদের ব্যবহৃত একটি লিফট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইমপালা প্লাটিনাম জানিয়েছে, রাস্টেনবার্গ শহরে তাদের খনিতে 'বিধ্বংসী দুর্ঘটনা' ঘটেছে। এ সময় ৮০ জনেরও বেশি শ্রমিক তাদের শিফট শেষে একটি খাদ ছেড়ে যাচ্ছিলেন।

৬.৬ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো পাপুয়া নিউ গিনি

আপনজন ডেস্ক: পাপুয়া নিউ গিনিতে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৬। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার পাপুয়া নিউ গিনির উইওয়াকে ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। ইউএসজিএস জানিয়েছে, পাপুয়া নিউ গিনিতে আঘাত হানা ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল ৪৪ কিলোমিটার। তবে ভূমিকম্পটি থেকে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এছাড়া ভূমিকম্পের পর কোনো সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়নি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় রিং অব ফায়ারে অবস্থানের কারণে পাপুয়া নিউ গিনিতে প্রায়ই ভূমিকম্প আঘাত হানে। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া ব্যুরো জানিয়েছে, এই ভূমিকম্প থেকে অস্ট্রেলিয়ায় সুনামি আঘাত হানার কোনো আশঙ্কা নেই। এর আগে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার শক্তিশালী একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। ওই ভূমিকম্পের কারণে সৃষ্ট ভূমিধসে বাড়ি-ঘরের নিচে চাপা পড়ে কমপক্ষে ১২৫ জনের মৃত্যু হয়।

ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা প্রধানের স্ত্রীকে 'বিষ' প্রয়োগ

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কিরিলো বুদানোভের স্ত্রীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা চেষ্টা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ নভেম্বর) সংবাদমাধ্যম কিয়েভ পোস্টের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকেও গোয়েন্দা প্রধানের স্ত্রী মারিয়ানা বুদানোভকে বিষ প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিষ প্রয়োগের পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে ইউক্রেন ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স (এইচইউআর) এর একটি সূত্র জানায়, সময় মত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ায় এ যাত্রায় বেঁচে গেছেন মারিয়ানা। চিকিৎসক জানিয়েছে, মারিয়ানাকে ভারি ধাতুর বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, বুদানোভের স্ত্রীকে 'সম্ভবত খাবারের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের বিষ মেশানো হয়েছিল'। বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন। প্রাথমিক চিকিৎসায় সেরে উঠেন তিনি।

সূত্রটি আরো বলেছে, বুদানোভের স্ত্রী যেহেতু খাটো ও হালকা ওজনের, তাই বিষক্রিয়ার উপসর্গ তার দ্রুত প্রকাশ পায়। আরও বেশ কয়েকজন কর্মীকেও বিষ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তারা লম্বা ও ভারী ওজনের হওয়ায় তাদের উপসর্গ তাৎক্ষণিক প্রকাশ পায়নি। পরীক্ষার পর চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছেন। রাশিয়া গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে হামলা শুরু করার পর, বিষ প্রয়োগের এ ঘটনাটিকে খুব গুরুত্বের সাথে দেখছে ইউক্রেন।

প্রথম নজর

এবার মানবিক মুখ চাঁচল থানার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● চাঁচল

আপনজন: মানবিক মুখ পুলিশ। দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য। সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিল মালদহের চাঁচল থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাস পাওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস পরিবারের লোকেদের। চাঁচল থানার মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শীতলপুরে গত শনিবার এক ভিলেজ পুলিশের ব্যক্তিগত গাড়ির ধাক্কায় দুই স্থানীয় বাসিন্দার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ আনা হয়েছিল।এই দুর্ঘটনায় আহত হয় দুটি শিশুও। সমগ্র ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল ওই এলাকায়। ময়নাতদন্তের পর ইতিমধ্যে দুটি মৃতদেহ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। এখনও শোকগ্রস্ত পরিবারের লোকেরা। তারই মাঝে মঙ্গলবার দুপুরে চাঁচল থানার আইসি পুর্ণেন্দু কুণ্ডু সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা দুই মৃতের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। আহত দুই শিশুর বাড়িতেও দেখা করতে যায় পুলিশ। তাদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিয়ে চিকিৎসার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দেয় পুলিশ। এছাড়াও আহতরা যাতে বিমার সুবিধা পায় সেই ব্যাপারেও আশ্বাস বাণী শোনান আইসি।

বেপরোয়া গাড়ি ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বেপরোয়া গাড়ি ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ভ্যান চালকের। জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা বেপরোয়া গাড়ি ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হল ভ্যানচালকের মৃতের নাম মনোজ রায় বয়স (৩৫) পরিবার সূত্রে জানা যায়, পেশায় একজন ভ্যানচালক সোমবার রাতে বাড়ি থেকে তার ইঞ্জিন ভ্যান নিয়ে শান্তিপুরের কালনার উদ্দেশ্যে আসেন। এরপর কাজ মিটিয়ে চাকদহ ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন। রাতে পরিবার খবর পায় মনোজ রায়কে একটি গাড়ি পিষে দিয়ে চলে গেছে যদিও রাতে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবারের লোকজন থানায় ছুটে আসে পরিবার এরপর সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য রানাঘাট মর্গে পাঠায় পুলিশ।

সেহারাবাজারে দখল হয়ে যাচ্ছে ফুটপাত

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর এলাকায় ৭ নম্বর রাজ্য সড়ক অর্থাৎ বর্ধমান আরামবাগ রোডের বেশিরভাগ বাজার গুলোতেই ব্যবসায়ীদের দখলে চলে গেছে ফুটপাত। ফুটপাতের উপরেই বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে বসছে ব্যবসায়ীরা। ফলে ফুটপাত না থাকার কারণে পথ চলতি মানুষ চরম সমস্যায় পড়ছেন । পথ দুর্ঘটনার জেরে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। এই বর্ধমান আরামবাগ রোডের এক ব্যস্ততম বাজার হলো সেহারাবাজার। এই বাজারের ফুটপাত একেবারে নেই বললেই চলে। এখানে রাস্তা ঘেষে একেবারে ফুটপাতের উপরে বিভিন্ন জিনিসপত্রের পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করছেন কিছু মানুষ। দোকান যখন একেবারে রাস্তা ঘেঁষে ফুটপাতে তখন খরিদ্দাররাও রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র কেনাকাটা করছেন। এই চিত্র সেহারাবাজারে নতুন নয়। বিশেষ করে প্রতি মঙ্গলবার সেহারা বাজারে হাট বসে এবং সেই হাটে আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষজন আসেন হাট করতে। সেহারাবাজার কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ রা যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করলেও জনবহুল এই বাজারে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের দখলে থাকার কারণে প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে । গত সপ্তাহে সেহারাবাজারে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক যুবকের। দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা সব সময়ই এবং দুর্ঘটনা ঘটেও চলেছে প্রতিনিয়ত, তারপরও টনক নড়েনি ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করা ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি প্রশাসনের। এলাকার মানুষ প্রায়ই সই দাবি জানাই ফুটপাত বেদখল করতে। কিন্তু সেহারাবাজার এর চিত্র বদলায় না, ফলে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে একের পর এক। বর্ধমান আরামবাগ রোড অর্থাৎ ৭ নম্বর রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণ হবে খুব শীঘ্রই এমনটাই শোনা যাচ্ছে। রাস্তা সম্প্রসারণ হলে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমবে কিন্তু তার আগে এই ফুটপাত দখলকারীদের জেরে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে, তাই প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে ফুটপাত বেদখল হোক এমনই দাবি এলাকার মানুষদের।

ফিলিস্তিনে অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে প্রতিবাদ সভা ডোমকলে

বিশেষ প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: ফিলিস্তিনের মজলুম মানুষদের উপর নির্মম অত্যাচার ও আক্রমণের প্রতিবাদে ডোমকল ব্লক জমিয়তে উলামার আহ্বানে আমিনাবাদে অনুষ্ঠিত হলো প্রতিবাদ সভা। এদিনের সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামার সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী। তিনি বলেন ফিলিস্তিনে বহু নবীর কবর রয়েছে। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সা. মসজিদে আকসায় নবীদের ইমাম হয়ে নামাজ পড়িয়েছেন। মুসলমানদের ভালোবাসার স্থান হচ্ছে মসজিদে আকসা। দখলদার ইজরায়িল যেভাবে নিরীহ ফিলিস্তিনি ভাই বোনদের উপর জুলুম করছে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে আমেরিকার দূতাবাসে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতে চিঠি পাঠিয়েছি সেখানে ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য। তিনি জমিয়তের বহুমুখী খিদমতের কথাও তুলে ধরেন। এদিনের সভায় জমিয়তের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য রাবেতা বোর্ডের সম্পাদক মুফতি ফখরুদ্দীন, বর্ধমান জেলা জমিয়তের সম্পাদক মাওলানা ইমতিয়াজ আলী, জেলা জমিয়তের সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম, রাজ্য ইমাম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দীন বিশ্বাস, জমিয়তের অফিস সচিব মাওলানা আব্দুস সামাদ, জেলা জমিয়তের সহ সভাপতি মুফতি জুবায়ের হোসেন সাহেব, মাষ্টার মাইনুল ইসলাম, হাফেজ ইস্তাজুল ইসলাম সহ ব্লক জমিয়তের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা।

তথ্য সহায়তা: জাকির সেখ

আমার স্বামীকে যারা খুন করেছে তাদের ফাঁসি দিক: নিহত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গোসাবা

আপনজন: স্বামী খুন হয়েছেন এখন ২৪ ঘন্টা কাটেনি। বারে বারে কান্নায় মূর্ছনা হয়ে পড়ছেন তৃণমূল বুথ সভাপতি মুছাকালি মোল্লা'র(৩৭) স্ত্রী তানজিলা মোল্লা।একই ভাবে ছেলের খুনিদের কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়ে কেঁদে চলেছেন মৃতের বৃদ্ধ বাবা নূর মহম্মদ মোল্লা।বর্তমানে মোল্লা পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।পরিবারের নাওয়া খাওয়া প্রায় বন্ধ।পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বাক্ রুদ্ধ।গোটা এলাকায় চলছে পুলিশি ঢহল।এ পর্যন্ত তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় পুলিশ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতরা হল ফারুক বৈদ্য,রউফ মোল্লা,ইমরান মোল্লা,আনার জমাদার। ধৃতদের মঙ্গলবার আদালতে তোলা হয়েছে পুলিশের তরফে।

উল্লেখ্য সোমবার তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে পিটিয়ে নদীর জলে চুবিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠছিল তৃণমূল কংগ্রেস দলেরই অন্দরে।মৃতের পরিবারের দাবী তৃণমূলের যুব'রাই খুন করেছে।ঘটনায় আহত হয়েছিলেন ইজাজ আহমেদ মোল্লা।আহত ইজাজ বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার রাধানগর-তারানগর পঞ্চায়েতের রাধানগর গ্রাম। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব রাধানগর এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পে এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি ঢালাই রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছিল। সেই সময় কাজের গুণমান ঠিকঠাক হচ্ছে না এবং সিমেন্ট কম দেওয়া হচ্ছে। এমন অভিযোগ নিয়ে ঠিকাদার বাকিবুল্লা মোল্লা ও তার কর্মীদের সাথে গন্ডগোল বাধে স্থানীয় ৮৪ নম্বর বুথের তৃণমূল বুথ সভাপতি মুছাকালি মোল্লার।অভিযোগ সেই সময় বাকিবুল্লার লোকজন মুছাকালি মোল্লাকে লাঠি রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে স্থানীয় নদীর জলে চুবিয়ে খুন করার চেষ্টা করে। সেই সময় মোছাকুলি কে উদ্ধার করতে ইজাজ আহমেদ মোল্লা দৌড়ে যায়। অভিযোগ তাকেও বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে মুছাকুলির অন্যান্য লোকজন দৌড়ে আসে। তারা তাদের কে উদ্ধার করে।চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি গোসাবা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ওই বুথ সভাপতির। পরিবারের লোকজন মৃতদেহ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাসের নির্দেশে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় পুলিশ। পাশাপাশি মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে হাজীর হন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জানাল) পার্থ ঘোষ। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জানাল) পার্থ ঘোষ জানিয়েছেন, ছোট দুটি গোষ্ঠির মধ্যে মারামারি হয়েছে। সেই ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিধানসভা চত্বরে প্রতিবাদে তৃণমূল বিধায়করা

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিধানসভা চত্বরে ৩ দিনের প্রতিবাদ কর্মসূচির সূচনা করল রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস। ১০০ দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের টাকা আটকে রাখার অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বিধানসভা চত্বরে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হন রাজ্যের তৃণমূল বিধায়করা। মঙ্গলবার বিধানসভা চত্বরে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে তৃণমূল বিধায়করা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করার পাশাপাশি বিভিন্ন শ্লোগান দেন । এ সময়ে 'গরীব মানুষের একশো দিনের হকের টাকা কোথায় গেলো বিজেপি জবাব দাও', জবাব তোমায় দিতেই হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে', 'বাংলাকে বঞ্চনা করা হচ্ছে কেনো বিজেপি জবাব দাও', 'আমাদের আন্দোলন চলছে চলবে' 'বিজেপি হটাও, নরেন্দ্র মোদী হটাও, দেশ বাঁচাও' ইত্যাদি শ্লোগান দেন তৃণমূল বিধায়করা । জানা গিয়েছে আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় আসছেন, ধর্মতলায় তিনি দলীয় সভায় বক্তব্য রাখবেন । পশ্চিমবঙ্গে চাকরি চুরি, রেশন চুরি, ১০০দিনের কাজ, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা, প্রতি ঘরে পানি, কিষাণ সম্মান, আয়ুষ্মান ভারত, আবাস যোজনায় দুর্নীতি ও বঞ্চনা ইত্যাদির অভিযোগে প্রতিবাদ জানাতে ওই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানা গেছে । একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিজেপির সভা চলবে অন্যদিকে তেমন বিধানসভা চত্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে প্রতিবাদ জানাবে রাজ্যের শাসকদল ।

২০ কোটি টাকা ব্যয়ে মৎস্য খাদ্য ফ্যাক্টরি গড়বে 'ভ্যালুমান অর্গানিক'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে এ রাজ্যে বিপুল লগ্নির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই লগ্নির তালিকায় এ রাজ্যের যেসব শিল্প সংস্থা রয়েছে তার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে পশু খাদ্য, মৎস্য খাদ্য ও জৈব সার প্রস্তুতকারক ও বিপণন সংস্থা 'ভ্যালুমান অর্গানিক'। ২০০৯ সালে কলকাতার ডোভার লেন থেকে পথ চলা শুরু করা 'ভ্যালুমান অর্গানিক' এবারের বিশ্ব বাংলা সম্মেলনে ২০ কোটি টাকা বিনিয়োগে রাজ্যে মৎস্য খাদ্য কারখানা এবং তা বাজারজাত করার জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে এক মউ স্বাক্ষরিত করেছে। এর আগে ২০১৮ সালে বিশ্ব বাংলা সম্মেলনেও রাজ্য সরকারের সঙ্গে এক মউ চুক্তি করেছিল 'ভ্যালুমান অর্গানিক'। তার ফলশ্রুতিতে হুগলির ডানকুনির ওল্ড দিল্লি রোডে তাদের কারখানা চলে আসছে। এবার তারা আরও বড় আকারে মৎস্য খাদ্য ও জৈব সার উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বিপণনের লক্ষ্য নিয়েছে। সেই লক্ষ্যেই এবারের বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাদের মউ চুক্তি। বিশ্ব বাংলা সম্মেলনে 'ভ্যালুমান অর্গানিক অ্যাগ্রিটেক প্রা. লিমিটেড'-এর ডিরেক্টর তাসনিম হামিদের হাতে মউ চুক্তির কপি তুলে দেন রাজ্যের ফিশারি বিভাগের জয়েন্ট ডিরেক্টর ড. উৎপল কুমার সর। এ ব্যাপারে 'ভ্যালুমান অর্গানিক'-এর চিফ অপারেটিং অফিসার মহফজুর রহমান 'আপনজন'কে জানান, রাজ্য সরকারের সঙ্গে 'ফ্লোটিং ফিশ ফিডিং' মিল প্রকল্প রূপায়ণে মউ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন রাজ্য সরকারের পক্ষে রাজ্যের ফিশারি ডিপার্টমেন্টের সচিব আইএএস অভিনন্দ্র সিং ও 'ভ্যালুমান অর্গানিক'-এর পক্ষে ডিরেক্টর সেখ মিনহাজউদ্দিন। ওই মউ চুক্তি অনুযায়ী ২০.২৪ কোটি ব্যয়ে 'ভ্যালুমান অর্গানিক' হুগলি জেলায় তাদের আরও একটি কারখানা গড়বে। এ ব্যাপারে 'ভ্যালুমান অর্গানিক'-এর ডিরেক্টর সেখ মিনহাজউদ্দিন জানান, এই প্রকল্পে কমপক্ষে ৮০ জনের কর্মসংস্থান হবে। রাজ্য সরকার জমির সংস্থান করলেই কারখানার কাজ দ্রুত বাস্তবায়িত করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে কলকাতার তিলজলায় অবস্থিত 'ভ্যালুমান অর্গানিক'-এর অফিসেই চলছে বিষমুক্ত উপায়ে কিভাবে রাজ্যে চাষাবাদ করা যায় সেই ভাবনার কাজ। যদিও 'ভ্যালুমান অর্গানিক' ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে জৈব চাষ নিয়ে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রচার তথা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে চলেছে। এ ব্যাপারে তারা কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা নিচ্ছে। এছাড়া তারা ২০১৯ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ এর কোম্পানির 'গবেষণা এবং উন্নয়ন' ক্ষেত্রে অংশীদারি হিসাবে যোগ দেয়। তারা জৈব সার, পশু ও মৎস্যজাত খাদ্য দেশজুড়ে বিপণন করে চলেছে কৃতিত্বের সঙ্গে।

জঙ্গিপুরে নতুন যুব তৃণমূল সভাপতি কামাল হোসেন

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: সোমবার সন্ধ্যায় পরিবর্তন হয়েছে তৃণমূলের বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি ও সহ সভাপতি। মুর্শিদাবাদের দুই সাংগঠনিক জেলারও যুব সংগঠনের নেতৃত্বে পরিবর্তনে এসেছে। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার নতুন যুব তৃণমূল সভাপতি হলেন নবগ্রামের নারিকেল বাগান এলাকার বাসিন্দা কামাল হোসেন। সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল পেজ থেকে তৃণমূলের যুব সাংগঠনিক সভাপতি পরিবর্তনের তালিকা কামাল হোসেনের নাম রয়েছে। তার নাম আসতেই ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। অন্যদিকে সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি হয়েছেন আতাবুল হক। বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার নতুন যুব সভাপতি হলেন আসিফ আহমেদ, সহ সভাপতি সৈয়ব কাদির।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

.স্টোনম্যানের কায়দায় শহরে ফের খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শহরের রাস্তায় আবার খুন।সকালে আবারও খাস কলকাতার বুকে স্কুলের সামনেই দেহ উদ্ধার। থেঁতলে গিয়েছে মুখ, ক্ষতবিক্ষত দেহ। দেহটি শ্যামবাজারে এভি স্কুলের মেইন গেটের অদূরেই পড়ে ছিল। বছর ৪৫ এর ওই ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তির মাথার পিছনে ভারী বস্তু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মুখ ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় রক্তের ছাপ রয়েছে। অদূরেই পুলিশ কিয়স্ক। তার সামনেই এভাবে দেহ পড়ে থাকার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা দেহটি উদ্ধার করে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পথ দুর্ঘটনায় বিশ্বভারতীর ছাত্রের মৃত্যু

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মঙ্গলবার ভোরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বিশ্বভারতীর এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম মৃদুল রায়। তার বাড়ি কালিম্পংয়ে। সে বিশ্বভারতীর ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে শান্তিনিকেতনের লালবাঁধ সংলগ্ন রাস্তায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল সঙ্গে ছিল আর এক বন্ধু। বাইকের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে একটি ইলেকট্রিক খুঁটিতে ধাক্কা মারলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয় এবং তার বন্ধুও গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুজনেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন এমনটাই পুলিস জানিয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে শান্তিনিকেতন থানা।

বালুরঘাটে ব্লক কৃষি আধিকারিকের দফতরে কৃষকসভার ডেপুটেশন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সারের কালোবাজারি বন্ধ, সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় সহ একাধিক দাবিতে ব্লক কৃষি আধিকারিক এর দপ্তরে ডেপুটেশন। সারা ভারত কৃষক সভার বালুরঘাট থানা কমিটির তরফে এদিন দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের করা হয়। এরপর মিছিলটি বালুরঘাট ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তার দপ্তরের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হন সংগঠনের সদস্যরা। এরপরই আন্দোলনকারীদের তরফে একটি প্রতিনিধি দল চার দফা দাবি পত্র বালুরঘাট ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তার হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে, ডেপুটেশন কর্মসূচি কে কেন্দ্র করে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ব্লক সহ কৃষি আধিকারিক এর দপ্তর চত্বরে মোতায়ন ছিল প্রচুর পরিমাণে বালুরঘাট থানার পুলিশ। এবিষয়ে সারা ভারত কৃষক সভার বালুরঘাট থানা কমিটির তরফে এক ব্যক্তি জানান, 'ব্যাপকভাবে সারের কালোবাজারি চলছে! সরকারের তরফে এই বছর ২২০৩ টাকা প্রতি কুইন্টাল ধানের দর স্থির করা হয়েছে। অথচ তার চাইতে অনেক কম দামে ধান বিক্রি হচ্ছে প্রতি কুইন্টালে। সরকার ধানের যে দাম ধার্য করেছে, সেই দামেই কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করতে হবে। কোনরকম ফরেদের বাড়বারন্ত যেন না চলে, এই সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে আজ আমরা ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি।

জেলা সভাপতির অঙ্ক কি ঘুরে দাঁড়াবে নলহাটি-২ ব্লক তৃণমূলে?

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● রামপুরহাট

আপনজন: বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে এটা আগে থেকেই জানিয়েছিল। কিন্তু জেলা যুব সভাপতি সেই সঙ্গে জেলা তৃণমূল সভানেত্রী নির্বাচিত করে দিল রাজ্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে। অযাচিত ভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্ফে বুরান তিনি রামপুরহাটের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাকে নির্বাচিত করেছে বীরভূম জেলার আগামী যুব তৃণমূল সভাপতি। বীরভূমের যে নব জোয়ার সেই নব জোয়ার তারই হাত ধরে ঘটবে। পাশাপাশি অষ্টমবারের মতো ২০১৬ সাল থেকে টানা মহিলা সভানেত্রী থেকে গেলেন সাহারা খাতুন মন্ডল। কিন্তু সাহারা খাতুন মন্ডলকে জেলা সভানেত্রী করার পরে একটা চিন্তাভাবনা আশ্বাস পাচ্ছে জেলার মানুষ। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নীতি করেছিলেন এক পদে এক জন। সেক্ষেত্রে সাহারা খাতুন মন্ডল এই মুহূর্তে রামপুরহাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। পাশাপাশি তার হাতে জেলার দায়িত্বও দেওয়া হলো। তাহলে কি দল নতুন করে কাউকে খুঁজে পেল না। নাকি তার উপরেই বেশি ভরসা রাখলো দুটি পদে দায়িত্ব দিয়ে।

অন্য দিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বুরান চলতি পৌরসভা তার আগের পৌর সভায় রামপুরহাট ১৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে যান সিপিআইএম নেতৃত্বের কাছে। তার রেকর্ড বলছে ২০১২ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সম্পাদক ছিলেন। তার আমলে রামপুরহাট মহাকুমার ছ'টি কলেজে এস এফ আই থেকে তৃণমূলে আনার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরে তিনি তৃণমূলে থাকলেও সক্রিয় ভাবে দেখতে পাওয়া যায়নি তৃণমূলের কোনো অনুষ্ঠানে। কি করেই বা তিনি নির্বাচিত হলেন তিনি নিজেই অবাক।

প্রথম নজর

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভা নলগোড়ায়

মোমিন আলি লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলী বিধান সভার কুলতলী থানার জয়নগর দুই নম্বর ব্লকের কুলতলীর বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের নির্দেশে নলগোড়া অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের এর পক্ষ থেকে আজ নলগোড়া চৌমাথা মোড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার এবং বিজেপির মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুলতলীর বিধান সভার ভাইস-চেয়ারম্যান আবুবাক্কার সরদার বলেন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মমতা ব্যানার্জি উন্নয়ন জড়িত আছে, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে ধরেন। কুলতলী তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পিন্টু প্রধান বলেন আমি যতটুকু জানি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উন্নয়ন সঙ্গে অন্য কারো উন্নয়ন তুলনা করা যায়না, কারন তিনি একজন মানব দরদী মুখ্যমন্ত্রী,একটি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার উন্নয় জড়িয়ে আছে একেরপর এক। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের খেটে খাওয়া মানুষের পরিশ্রমের রক্তঝরানো ১০০ দিনের কাজের টাকা বাংলার আবাসযোজনার প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাই। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন দিক দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা গঞ্জনা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস পক্ষ থেকে ধিক্কার জানাই। নবনির্বাচিত সুন্দর বন জেলার যুব সহ-সভাপতি মিলন পুরকাইত বলেন বিজেপি দাঙ্গাবাজ যত মিথ্যা অপপ্রচারের ঘটাক না কেন তৃণমূল কংগ্রেস কে দোমাতে পারবেনা।যত বেশি বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার চেষ্টা করবে ততবেশি তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী হবে।তাই বলি মমতা ব্যানার্জি কে কুৎসা রটিয়ে বিজেপি দল কে শক্তিশালী করা যায় না । কেন্দ্রিয় সরকার সাধারণ জনগণের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা ২০২৪ সালে লোক সভা ভোটে সাধারণ মানুষ তার জবাব দেবে।
উপস্থিত ছিলেন কুলতলী বিধান সভার ভাইস-চেয়ারম্যান আবুবাক্কার সর্দার, কুলতলী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পিন্টু প্রধান, নবনির্বাচিত সুন্দর বন জেলার যুবসভাপতি মিলন পুরকাইত, নলগোড়া অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি প্রদ্যুৎ অধিকারী,ও প্রধান সাহেবা রিঙ্কু গুড়িয়া সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং নেতৃত্বরা ।

অমিত শাহকে ‘গব্বর সিং’ বলে কটাক্ষ ফিরহাদ হাকিমের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বিজেপি বিধানসভায় এমন হইচই করছে যেন বুধবার শহরে গব্বর সিং আসছে। গব্বর সিং এলে আসুক না। মঙ্গলবার বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার দিন এভাবেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কলকাতা সফরকে তার নাম না করে কটাক্ষ করলেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি আরো বলেন, গব্বরকে বাংলা ভয় পায় না। গব্বর সিংকে উত্তর প্রদেশ ভয় পেতে পারে, রামনগর ভয় পেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ ভয় পায় না। কারণ বাংলার ঘরে ঘরে রয়েছেন বিরু ও জয়রা ।
সাংবাদিকদের শ্রীরাধা কি মানব বলেন বাংলার রয়েল বেঙ্গল টাইগার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সজাগ রয়েছেন এ রাজ্যে বিজেপিকে ঢুকতে দেবে না। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সাংসদ সংখ্যা শূন্য হয়ে যাবে বলে ফিরহাদ হাকিম দাবি করেন। শুধু লোকসভা নির্বাচনে নয়, সুদূর ভবিষ্যতে বিজেপির বিধায়কের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গর বিধানসভাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলেও রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা পৌরসভার মেয়র দাবি করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ বলেন, যে ইস্যুতে বিজেপি বিধায়করা বিধানসভায় আলোচনা চাইছেন সে বিষয়টি আদালতের নির্দেশে তদন্ত হচ্ছে। আদালত সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। বিরোধীদের হাতে কোন ইস্যু নেই ,তাই সংবাদমাধ্যমে নজর কাড়তে বিধানসভায় হৈচৈ পাকাচ্ছে বিরোধীরা। পাল্টা সিধা হাকিম কে কটাক্ষ করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, উনি পুরনো জামানা থেকে বেরোতে পারছেন না। উনি জানেন না কিছুদিন আগে একটি সিনেমা এসেছিল যার নাম ছিল গব্বর কামিং ব্যাক। ওই সিনেমাতে দেখানো হয়েছিল যারা বিভিন্ন দুর্নীতি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত তাদের ধরে ধরে শাস্তি দিচ্ছেন গব্বর। একথা ঠিক সেই গব্বর আসছেন এ রাজ্যে ।এবার দুর্নীতি পরায়ন বিধায়ক ,নেতা, মন্ত্রীদের ধরে ধরে জেলে পুরবেন।

নামখানার চন্দনপিঁড়ি খেয়াঘাটের বেহাল দশা, দুর্ভোগে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নামখানা

আপনজন: ঘাটে জমেছে পলি। যার ফলে কাদা মাড়িয়ে পার হতে হচ্ছে নদী। চরম সমস্যায় স্কুল পড়ুয়া থেকে গ্রামবাসীরা।নদীতে পলি পড়ে যাওয়ার কারনে ঘাট সম্পুর্ন ভাবে ঢেকে গিয়েছে পলিতে। প্রতিনিয়ত কাদা মাড়িয়ে এসে ধরতে হচ্ছে ফেরি নৌকা।চরম সমস্যাতে পড়েছে গোটা গ্রামের মানুষ। রাত হলেই বাড়ে দুর্ভোগ। অভিযোগ বারে বারে প্রশাসনকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের অন্তর্গত হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দন পিড়ি খেয়াঘাটের বেহাল পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে । দীর্ঘ দিন পলি না কাটায় পলিতে ঢেকে গিয়েছে গোটা ঘাট চত্বরে। যার ফলে প্রতিদিন এক হাঁটু কাদা মাড়িয়ে নদী পারাপার করতে হয় নিত্য যাত্রী থেকে স্কুল পড়ুয়াদের। হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি গ্রাম চন্দনপিড়ি ও অপর দিকে হরিপুর গ্রাম মাঝে বয়ে গিয়েছে সুন্দরিকা দোয়ানিয়া নদী। প্রতিনিয়ত নদীতে পলি পড়ে যাওয়ার জন্য চন্দনপিড়ি দিকে ঘাটিটি ঢেকে গিয়েছে । প্রতিদিন প্রায় হাজারের বেশী মানুষের যাতায়াত এই পথ দিয়ে। গ্রাম বাসীদের অভিযোগ গুরুত্বপূর্ণ এই ফেরি সার্ভিস দিয়ে চলাচল করতে বিভিন্ন সময় ঘটছে দূর্ঘটনা। স্কুল পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে হয় এই পথ দিয়ে ।বারে বারে প্রশাসন কে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। নিজেরাই কয়েক বার পলি কেটে ঘাট পরিস্কার করলেও কয়েক দিন গেলেই আবার আগের পরিস্থিতি হয়ে যায়। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে এই সমস্যাতে জর্জরিত গোটা গ্রামের মানুষ। অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাইছে চন্দনপিড়ি এলাকার মানুষজনেরা।যদিও এই বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি জানান, হরিপুর এই সমস্যা টা রয়েছে তবে খুব তাড়াতাড়ি ওই খানে জেটি ও বার্জ করা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তার কাজ শুরু হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৩৩টি গরুসহ দুই জন আটক করল মল্লারপুর থানার পুলিশ

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: ফের আবার বীরভূমে গরু পাচারের চেষ্টা। ঝাড়খন্ড থেকে বীরভূমের রাস্তায় পাচার করার সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ৩৩ টি গরু সহ দুই জন আটক করল মল্লারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আজ ভোর রাতে ঝাড়খণ্ড থেকে গরু গুলো হাটিয়ে নিয়ে আসছিল। মল্লারপুরে ১৪ নং জাতীয় সড়কে উপর।তাদের কাছে কোনো বৈধ কাগজ না থাকায় তাদের আটক করা হয়েছে।
সূত্র মারফত জানা যায় ঝাড়খণ্ডের সারেস ডাঙ্গায় প্রতি সপ্তাহে সোমবার গরুর হাট বসে আর সেই হাট থেকে বহু গরু প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে বীরভূম হয়ে মুর্শিদাবাদ দিয়ে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন জায়গায় পাচার হয়ে যাচ্ছে। বীরভূমের নলহাটি থানা, রামপুরহাট থানা মল্লারপুর থানা সহ বিভিন্ন থানাতে একাধিকবার বহু গরুর গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হয়েছে বেশ কয়েকজন ।
কিন্তু কোনমতেই কমছে না এই গরু পাচার রম রমিয়ে চলছে গরু পাচার। গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডল তিহার জেলে থাকলেও চলছে গরু পাচার।গতকাল রামপুরহাটে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন এখন রাত্রে গরু পাচার হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু থেমে নাই এই অভিযান ।

বেনিয়ম সামনে আসায় নড়েচড়ে বসল বিমা সংস্থা ও গ্রামপঞ্চায়েত

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিমায় বেনিয়মের খবর প্রচার হতেই নড়েচড়ে বসল বিমা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও রাজ্যের শাসক দল। ভুয়ো কৃষকের অভিযোগ খারিজ করে পঞ্চায়েত প্রধানদের সতর্ক করল শাসক দল। দ্রুত বিমার বকেয়া টাকা ছাড়ার অনুরোধ বিমা সংস্থাকে ।
খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল কৃষি দফতর, বিমা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত ও রাজ্যের শাসক দল। তড়িঘড়ি ঘটনার তদন্ত করে অভিযুক্তদের নথিপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এবার থেকে কৃষকদের সংশাপত্র দেওয়ার আগে নথিপত্র ভালো করে যাচাইয়ের জন্য দলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের নির্দেশ দিল তৃণমূল। যে সমস্ত কৃষকদের বিমার টাকা বকেয়া রয়েছে তাঁদের সেই বকেয়া দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে তৃণমূলের তরফে।
বিমা সংস্থা ভুয়ো কৃষককে বিমার টাকা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে।
সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলায় শষ্যবিমা নিয়ে ব্যাপক বেনিয়মের অভিযোগ সামনে আসে। সম্প্রতি ছাতনা ব্লকের ঝুঞ্জকা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাউসিবাদ গ্রামের একদল কৃষক লিখিত ভাবে অভিযোগ জানায় ওই গ্রামেরই ২২ জন মানুষকে ভুয়ো কৃষক দেখিয়ে মোটা অঙ্কের বিমার টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই বেনিয়মের খবর সম্প্রচার করি আমরা । আর সেই খবর সম্প্রচার হতেই নড়েচড়ে বসে কৃষি দফতর, বিমা সংস্থা এমনকি রাজ্যের শাসক দলও। কৃষি দফতরের পাশাপাশি তড়িঘড়ি ঘটনার তদন্তে নামে সংশ্লিষ্ট বিমা সংস্থা। বিমা সংস্থার দাবী ভুয়ো কৃষকের অভিযোগ মিথ্যা। স্থানীয় ঝুঞ্জকা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ওই ২২ জন কৃষককে ভাগচাষী হিসাবে সংশাপত্র দিয়েছিল। সরকারী নিয়ম মেনে সেই সংশাপত্রর ভিত্তিতে বিমার টাকা দেওয়া হয়েছে। ঝুঞ্জকা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের দাবী স্থানীয় ভাবে খবর নিয়ে ও কৃষকদের দেওয়া নথিপত্র দেখে তাদের ভাগচাষী হিসাবে সংশাপত্র দেওয়া হয়েছিল। নিজেদের ভুয়ো কৃষক হিসাবে মানতে নারাজ অভিযুক্তরা। তাঁদের দাবী তাঁরা প্রকৃতই ভাগচাষী। ভাগচাষী হিসাবে প্রকৃত নথিপত্র দাখিল করেই তাঁরা বিমার টাকা পেয়েছেন। গোটা ঘটনাটিকে ভুল বোঝাবুঝি দাবী করে তৃণমূল নেতৃত্ব আগামীদিনে ভাগচাষীর সংশাপত্র দেওয়ার ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের আরো সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি কৃষকদের বকেয়া থাকা বিমার টাকা দ্রুত দেওয়ার জন্য বিমা সংস্থাকেও অনুরোধ জানিয়েছে তৃণমূল।

আবারও নাবালিকার বিয়ে রুখে দিল পুলিশ

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: নাবালিকার বিয়ে আটকাল নবগ্রামের বিডিও ও পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে নবগ্রামের রাজধরপুর এলাকায়।
পুলিশের কাছে খবর আসে, বিয়ে হচ্ছে নাবালিকার। পুলিশ গিয়ে দেখে, তত ক্ষণে অতিথি-অভ্যাগতেরা আসতে শুরু করেছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিয়ের আয়োজন তখন প্রায় শেষ। কিন্তু নবগ্রামের বিডিও অফিসের আধিকারিকগণ ও পুলিশ কর্মীদের দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান বাড়ির লোকজন।
পুলিশ সূত্রে খবর নবগ্রামের রাজধরপুর গ্রামের কার্তিক পাড়ার জৈনিক দশম শ্রেণীর ১৫ বছরের মেয়ের সঙ্গে গ্রামের এক ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে পরিবার। খবর আছে নবগ্রাম প্রশাসনের কাছে।
সেইমতো মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নবগ্রাম বিডিও অফিসের আধিকারিকগণ ও নবগ্রাম থানার পুলিশ পৌঁছে যান সে বাড়িতে।
আঠারো বছর না হলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া আইনসিদ্ধ নয় বলে মেয়ে পক্ষকে বোঝান তারা। শেষমেশ সে কথা মেনেও নেন মেয়ের পরিবার।

সাংসারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীর গলায় ছুরির কোপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সাংসারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীর গলায় ছুরির কোপ মারার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়ার ডোমজুড় থানা এলাকার মাকড়দহ মুসলিমপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বছর ছয়েক আগে বছর তিরিশের বেল্লাল মল্লিকের সঙ্গে দেখাশোনা করে বিয়ে হয় মুন্সীডাঙা শেখপাড়ার আফসানা শেখের। এদের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই এদের নিজেদের মধ্য প্রায়শই অশান্তি চলত বলে অভিযোগ। বেল্লাল পেশায় দর্জির কাজ করতেন। অভাব ছিলো সংসারে। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে বারটা নাগাদ অশান্তি চরমে ওঠে। স্ত্রী যখন বাথরুমে স্নানে গিয়েছিলেন সেইসময় আচমকাই বাথরুমে ঢুকে স্ত্রীর গলায় ছুরি চালিয়ে দেয় বেল্লাল। এরপর ডোমজুড় থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। আহত আফসানা'কে হাওড়া জেলা হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

অবৈধ তেল কারখানায় আগুন মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ পুরাতন মালদহের ৮ মাইলের চেঁচু মোড় এলাকায় একটি অবৈধ তেল কারখানায় আগুন।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে দমকল বাহিনী সহ মালদা থানার পুলিশ ও পুরাতন মালদা ব্লকে বিডিও। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তারা দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে তদারকিতে ছিলেন মালদহ থানার আইসি হীরক বিশ্বাস,পুরাতন মালদহের বিডিও সেঁজুতি পাল মাইতি সহ অন্যান্যরা।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ,ওই জায়গায় দৈনিক অবৈধ তেল কাটিং হত।এর সঙ্গে অনেকেই যুক্ত অবৈধ তেলের কারবারে অনেকে জড়িত রয়েছে প্রশাসনের কাছে দাবি অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা হোক আজ বরসা দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল গোটা এলাকা। এলাকাবাসী আরো জানান, এদিন আচমকা আগুন লেগে যায়।এনিয়ে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়।পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও জানান- কিভাবে আগুন লাগল বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে অবৈধভাবে তেল বিক্রি হচ্ছে সেই সব খতিয়ে দেখা হবে বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

কালিয়াচকে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প খতিয়ে দেখলেন আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদার কালিয়াচক-২ ব্লকের রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। গত দুই সপ্তাহ ধরে কাজ চলছে। সেই কাজের গতি আনতে সংশ্লিষ্ট ব্লক আধিকারিকরা ওই প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখেন। কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা। প্রত্যন্ত এলাকা কালিয়াচক-২ ব্লকের রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। বিভিন্ন গ্রামের বর্জ্য পদার্থ এনে জমা হয়। আর তা বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করার করেন স্বনির্ভর দলের মহিলারা। প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করা হবে। এ রকমই এক প্রকল্প শুরু হয়েছে কালিয়াচক-২ ব্লকের রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের টিটি পাড়ায়। সোমবার কাজগুলি খতিয়ে দেখেন সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসন থেকে পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকরা। হাজির ছিলেন কালিয়াচক ২ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সৌরভ দেব, সংশ্লিষ্ট রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাহামুদা আখতার, উপপ্রধান বুদ্ধদেব মণ্ডল প্রমুখ। সম্প্রতি রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এই কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের বাস্তবিক কাজ শুরু হয়েছে রাজনগরের নয়া গ্রামের টিটি পাড়ায়। বিভিন্ন গ্রাম থেকে বর্জ্য পদার্থ এখানে এনে মজুত করা হচ্ছে। মজুত করা এই বজ্র পদার্থ স্বনির্ভর দলের মহিলারা বিভিন্ন বাক্স অনুযায়ী ভাগ করেছেন। কাজ শুরু হয়েছে। কাজের গতি আনতে চায়। সমস্যার কথা শোনেন পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। অনেক সময় বহু পচনশীল দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা ভ্যানে দিয়ে দেন গ্রামবাসীরা। বিষয়টি নজরে আনেন। পঞ্চায়েত প্রধান জানান, আজ আমরা সরজমিন দেখলাম। এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা সচেতন করছি বাড়ি বাড়ি।

এতিম খানার উদ্যোগে শীত বস্ত্র বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ব্রহ্মোত্তর ইসলামিয়া এতিম ও অনাথ সাহায্যালয় এর উদ্যোগে এক শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার ব্রহ্মোত্তর তালেব মৌলভী পাড়ায় প্রায় সাত শত অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন, মালদা জেলা পরিষদ এর বিরোধী দলনেতা আব্দুল হান্নান, দেওয়ান আব্দুল গনি কলেজের অধ্যাপক মুহাম্মদ ইসমাইল, আনুষ্ঠানিক সভাপতি হাজী সাজেদ আলী, নয়মৌজা হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোসাররাফ হোসেন, সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান মোফিজুল, সালাম বাংলা পত্রিকার সম্পাদক নাসিমুল হক নাসিম, ইয়ার মুহাম্মদ (নিসু) ব্রহ্মোত্তর ইসলামিয়া এতিম ও অনাথ সাহায্যালয়ের সভাপতি আহসানুজ জামান, সম্পাদক আখতারুল হক, কোষাধ্যক্ষ আকমাল হোসেন সহ আরও স্থানীয়রা। ব্রহ্মোত্তর ইসলামিয়া এতিম ও অনাথ সাহায্যালয়ের সম্পাদক বলেন, শীতের ঠাণ্ডায় বহু মানুষ কাতর। সেইদিক লক্ষ্য রেখেই আমরা কয়েক শত মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরণ করলাম।

জেলা পরিষদের সভায়...

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভায় বক্তব্য রাখছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক তানভীর আফজল। ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন

পৌষ মেলা নিয়ে বৈঠক

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা নিয়ে শান্তিনিকেতন ট্রাস্টে সম্পাদক অনিল কোনার মহাশয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিকের সঙ্গে বৈঠক করেন। যদিও এর আগে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য পৌষ মেলা নিয়ে আশা প্রকাশ করেছিলেন। আজকে তাই শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বিস্তারিত ভাবে মেলা নিয়ে বৈঠক করলেন ।কি ভাবে কম সময়ের মধ্যে মেলার আয়োজন করা হবে। শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট আশাবাদী এবার মেলা অনুষ্ঠিত হবে। তার জন্য সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন। আশা করা যায় সকলের প্রচেষ্টায় ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা যায়। এ ছাড়া রাজ্য সরকার ও রাজ্য প্রশাসন সব রকমের সহযোগিতায় মেলা হবে।

শীতবস্ত্র বিতরণ ও গুণীজন সংবর্ধনা

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: শীতার্তদের শীতবস্ত্র বিতরণ , এলাকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণীজনদের সংবর্ধনা এবং ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের ফুলবাড়ী শক্তি সংঘ।
২৬ নভেম্বর রবিবার ফুলবাড়ী খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই ত্রয়ী কর্মসূচি।
আয়োজকদের পক্ষে কেয়া ইসলাম জানান, এদিন ১০০০ বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গুণীজন হিসাবে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে এলাকার শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জনপ্রতিনিধিদের। ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইসলাম সঙ্গীত পরিবেশন করেন পেশাগত শিল্পীরা। অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিভিন্ন খাবারের পসরা সাজিয়ে বসেন দোকানিরা।

অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ

মালিকে হারিয়ে ‘প্রতিশোধের’ ফাইনালে ফ্রান্স

আপনজন ডেস্ক: সেমিফাইনালের লাইনআপ ঠিক হওয়ার পরই সম্ভাবনা জেগেছিল কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালের পুনরাবৃত্তির। কিন্তু প্রথম সেমিফাইনালের পরই ভেস্তে গেছে সেই আশা। নির্ধারিত সময়ে ৩-৩ সমতায় থাকার পর টাইব্রেকারে জার্মানির কাছে আর্জেন্টিনা হেরে যায় ৪-২ গোলে। তবে আর্জেন্টিনা না পারলেও ঠিকই পেরেছে ফ্রান্স। অন্য সেমিফাইনালে মালিকে ২-১ গোলে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফাইনালের টিকিট পেয়েছে ফ্রান্স। অনূর্ধ্ব-১৭ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে আগামী শনিবার ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফাইনালে। গত জুনে ছোটদের ইউরোতে মুখোমুখি হয়েছিল এ দুই দল। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ড্র থাকার পর টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জিতে শিরোপা নিজেদের করে নেয় জার্মানি। এবার মানাহান স্টেডিয়ামের ফাইনালে সেই হারের প্রতিশোধ নিতে নিশ্চয় মরিয়া থাকবে ফরাসিরা। অন্যদিকে জার্মানির লক্ষ্য থাকবে ইউরোর দাপট বিশ্বমঞ্চেও ধরে রাখার। জাভার মানাহান স্টেডিয়ামে শুরু থেকে দাপট ছিল অবশ্য মালিরই। প্রথমার্ধে ফ্রান্সের ওপর বেশ চাপ তৈরি করে তারা। এ সময় বল দখল, আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে এগিয়ে ছিল মালি। ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটেই একাধিক সুযোগ তৈরি করে দলটি। শুরুতে গোল না পেলেও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে এগিয়ে যায় মালি। ইব্রাহিম দিয়ারা গোল এনে দেন আফ্রিকার দেশটিকে। এটি ছিল অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে ৫০০ মিনিটের মধ্যে ফ্রান্সের হজম করা প্রথম গোল। বিরতির পরও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল মালির হাতে। তবে দলটি বড় ধাক্কা খায় ম্যাচের ৫৫ মিনিটে সোলেমানে সানোগো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে। এই আঘাত সামলে ওঠার আগেই ইসমাইল বুনেবের ফ্রি-কিকে হেডে গোল করে ফ্রান্সকে সমতায় ফেরান ইয়ুবনান তিতি। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১০ জনের মালি কিছুটা ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। এরপর ম্যাচের ৬৯ মিনিটে প্রথম গোলে সহায়তাকারী বুনেবেই ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন লক্ষ্যভেদ করে। এই গোলও এসেছে ফ্রি-কিক থেকে। তবে এবার কাউকে সহায়তা না করে নিচু করে নেওয়া শটে নিজেই লক্ষ্য ভেদ করে বুনেব। পিছিয়ে পড়ে ম্যাচে ফেরার জোর চেষ্টা করেছে মালি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলটি আর পায়নি তারা। শেষ দিকে অবশ্য ফ্রি-কিক থেকে একটি শট পোস্টে লাগায় আর ম্যাচে ফেরা হয়নি মালির। শেষ পর্যন্ত তাই হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে আফ্রিকার দলটিকে।

টানা ৫ জয়ে টানা তৃতীয়বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নামিবিয়া

আপনজন ডেস্ক: টানা তৃতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে নামিবিয়া। আজ তানজানিয়াকে ৫৮ রানে হারিয়ে আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্বের প্রথম দল হিসেবে আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে নামিবিয়া। বাছাইপর্বে এখন পর্যন্ত ৫টি ম্যাচ খেলে অপরাজিত তারা। জিম্বাবুয়েকে (৭ উইকেট) হারিয়ে বাছাইপর্ব শুরু করা নামিবিয়া এর আগে হারিয়েছে উগান্ডা (৬ উইকেট), রুয়ান্ডা (৬৮ রান, ডিএলএস) ও কেনিয়াকে (৬ উইকেট)।
২০২১ সালে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পায় নামিবিয়া। সেবার প্রথম পর্ব পেরিয়ে গেলেও গতবার সেটি করতে ব্যর্থ হয় তারা। আগামী বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো খেলবে ২০টি দল।
টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা নামিবিয়ার প্রথম চার ব্যাটসম্যানই আজ অন্তত ২০ রান করেন। মাঝে দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারালেও চারে নামা জেজে স্মিট ইনিংস ধরে রাখেন, ২৫ বলে ৪০ রানের অপরাজিত ইনিংসে ১টি চারের সঙ্গে তিনি মারেন ৪টি ছক্কা। শেষ দিকে জেন গ্রিনের ১২ বলে ১৮ ও নিকোল লফটি-ইটনের ৫ বলে ১৪ রানের ‘ক্যামিও’তে নামিবিয়া ২০ ওভারে ৬ উইকেটে হারিয়ে তোলে ১৫৭ রান। তানজানিয়ার অফ স্পিনার আখিল অনীল ২২ রানে নেন ২ উইকেট।
রান তাড়ায় ইনিংসের কোনো পর্যায়েই গতি পায়নি তানজানিয়া, তাদের কোনো ব্যাটসম্যানই ১০০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করতে পারেননি। ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারালেও ৯৯ রানেই আটকে যায় তারা। গেরহার্ড এরাসমাস ১৭ রানে নেন ২ উইকেট।
নামিবিয়া বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করার পর এখন দ্বিতীয় জায়গাটি নিয়েই লড়াই হবে, এ টুর্নামেন্ট থেকে উতরে যাবে দুটি দল। সে লড়াই মূলত কেনিয়া, উগান্ডা ও জিম্বাবুয়ের মধ্যে। দুইয়ে থাকা কেনিয়া ও তিনে থাকা উগান্ডা—দুই দলেরই ৪ ম্যাচ শেষে সমান ৬ পয়েন্ট। তবে মুখোমুখি ম্যাচ বাকি তাদের।
অন্যদিকে ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পাওয়া জিম্বাবুয়ের শুধু নাইজেরিয়া ও কেনিয়াকে হারালেই চলবে না, তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য ম্যাচগুলোর দিকেও। অবশ্য উগান্ডা যদি পরের দুটি ম্যাচই হারে, সে ক্ষেত্রে নাইজেরিয়ার পর কেনিয়াকে হারালে বেশ স্বাস্থ্যকর নেট রান রেটের সৌজন্যে বাছাইপর্ব উতরে যাওয়ার সুযোগ থাকবে জিম্বাবুয়ের। আগামীকাল তাদের ম্যাচ নাইজেরিয়ার বিপক্ষে।

ব্যাটে ফিলিস্তিনের পতাকা: আজম খানের জরিমানা বাতিল পিসিবির

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ এশিয়া কাপের মতো ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও ভারত ক্রিকেট দল পাকিস্তানে যেতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে—এমন শঙ্কায় আইসিসির কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এ ছাড়া ভারত যদি পাকিস্তানের নিরাপত্তাব্যবস্থায় আশ্বস্ত না হয়, আইসিসিকে একটি স্বাধীন নিরাপত্তা সংস্থা গঠন করার প্রস্তাবও দিয়েছে পিসিবি। আজ পিসিবির একটি বিশ্বস্ত সূত্র ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইকে এ তথ্য জানিয়েছে।
চলতি বছর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) টুর্নামেন্ট এশিয়া কাপের আয়োজক ছিল পাকিস্তান। তবে ভারতে সেখানে যেতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে আয়োজিত হয় এশিয়া কাপ।
‘হাইব্রিড মডেল’ নামে পরিচিতি পাওয়া এই ব্যবস্থায় বাকি সব দল পাকিস্তানে খেলতে গেলেও ভারতের সব ম্যাচ হয়েছে শ্রীলঙ্কার মাটিতে। সামনে ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হওয়ার কথা পাকিস্তানে। পিসিবিকে আয়োজক হিসেবে ঘোষণা দিলেও এখনো তাদের সঙ্গে আয়োজক স্বত্বের চুক্তি সই করেনি আইসিসি।
পিসিবির ওই সূত্র জানায়, বিশ্বকাপের সময় আহমেদাবাদে আইসিসির প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ ও প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা সালমান নাসির। এ বিষয়ে সূত্রটির মন্তব্য এরকম—‘পিসিবির কর্মকর্তারা চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বিসিসিআইয়ের দল না পাঠানোর শঙ্কা নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁরা পরিষ্কার করে বলেছেন, তেমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে আইসিসি যেন টুর্নামেন্ট বিষয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত না নেয়।’
বৈঠকের বিষয়ে সূত্রটিকে উদ্ধৃত করে পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে লেখা হয়, পিসিবি বলেছে ভারত যদি পাকিস্তানে সফর করার বিষয়ে নিরাপত্তা শঙ্কাকে কারণ দেখায়, তাহলে আইসিসির উচিত একটি স্বাধীন নিরাপত্তা সংস্থা গঠন করা। সেই সংস্থা পাকিস্তানের মাটিতে ভারতসহ অংশগ্রহণকারী দলগুলোর নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে, চাইলে পাকিস্তান সরকার ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করেও কাজ করতে পারবে, ‘পিসিবি কর্মকর্তারা বলেছেন, গত দুই বছরে অনেক শীর্ষস্থানীয় দল নিরাপত্তা-সংশয় ছাড়াই পাকিস্তানে সফর করেছে। তাঁরা এটিও বলেছেন যে বিসিসিআই যদি দল না পাঠায় এবং ভারতের ম্যাচ অন্য কোথায় স্থানান্তর করতে হয়, তাহলে আইসিসি কর্তৃক পিসিবিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।’
বিসিসিআই পাকিস্তানে দল পাঠানোর বিষয়টি নির্ভর করছে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর। গত ১০ বছর কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয়নি ভারত-পাকিস্তান। এমনকি এশিয়া কাপের মতো মহাদেশীয় টুর্নামেন্টেও দল পাঠাতে রাজি হয়নি তারা।

বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হার উদ্‌যাপনে কাশ্মীরের ৭ ছাত্রকে গ্রেপ্তার

আপনজন ডেস্ক: কাশ্মীরে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার জয় উদ্‌যাপন করার পর ভীতি তৈরির অভিযোগে সন্ত্রাস দমন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতীয় পুলিশ। পুলিশ বলেছে, ম্যাচের পর ‘ভারতবিরোধী স্লোগান দেওয়া এবং যাঁরা তাঁদের সঙ্গে সম্মত হননি তাঁদের ভয় দেখানোর’ পর সেই ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়।
১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদে বিশ্বকাপের ফাইনালে ফেবারিট হয়েও অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৬ উইকেটে হারে ভারত।
১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত কাশ্মীর, দুই দেশই ওই অঞ্চলের পূর্ণ দখল দাবি করে, কিন্তু শাসন করে আলাদা আলাদা ভাগ।
১৯৮৯ সাল থেকে ভারতের নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে স্বাধীনতা অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে একত্র হওয়ার দাবিতে আন্দোলন হয়ে আসছে। এ সঙ্কটের মধ্যে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিক, সৈনিক ও আন্দোলনকারী মারা গেছেন।
পুলিশ বলেছে, ওই অঞ্চলের বাইরের একজন ছাত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে গত সপ্তাহে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাশ্মীরি ছাত্রদের আটক করা হয়।
পুলিশের মামলায় বাদীর অভিযোগ নথিবদ্ধ করা হয়েছে এভাবে, ‘তারা আমাকে কটাক্ষ করা শুরু করে এবং আমাদের দেশের সমর্থক হওয়াতে আমাকে লক্ষ্য করে এবং চুপ না করলে গুলি করা হবে এমন হুমকিও দেয়।’
গ্রেপ্তার সাত ছাত্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন-সংক্রান্ত কঠিন আইন বেআইনি কর্মকাণ্ড দমন ধারার (আনলফুল অ্যাকটিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট—ইউএপিএ) পাশাপাশি অন্যান্য অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।
ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে অনেক মানুষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানসহ ভারত ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলা যেকোনো দলকে সমর্থন করে। মূল শহর শ্রীনগরে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পর আতশবাজিও দেখা গেছে।
ওই ছাত্রদের গ্রেপ্তারের সমালোচনা করেছেন কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার জয় কিছু ছাত্র উদ্‌যাপন করেছে বলে এত শঙ্কা, অস্থিরতা ও ভয় কেন? পছন্দের দলকে সমর্থন এবং তারা ভালো খেলেছে বলে আনন্দ প্রকাশের জন্য তাদের জীবন ধ্বংস করতে চান আপনারা? আমি এর নিন্দা জানাই।’
আন্দোলনকারীদের মতে, কাশ্মীরি অধিবাসী, সাংবাদিক, ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ভারত ‘ইউএপিএ’ আইন ব্যবহার করে আসছে। এ আইনের আওতায় কোনো অভিযোগ গঠন ছাড়া কাউকে ছয় মাসের জন্য আটক করে রাখা যায়, জামিন পাওয়া প্রায় অসম্ভব।
২০২১ সালে পাকিস্তান ভারতকে হারানোর পর উদ্‌যাপন করা ছয় অধিবাসীকে এ আইনের আওতায় গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তদন্ত করা হয়েছিল কয়েক শ ছাত্রের ব্যাপারে।
এবার কাশ্মীরের গান্দারবালের পুলিশ এক্সে এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, ‘কোনো নির্দিষ্ট ক্রীড়া দলকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করার’ কারণে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি; বরং ‘যারা ভারতপন্থী বা পাকিস্তানবিরোধী অনুভূতি লালন করে বা দ্বিমত পোষণ করে, এমন কাউকে ভীতি দেখানোর’ কারণে এটি করা হয়েছে।

৪৮ বলে অপরাজিত ১০৪ রান করে অস্ট্রেলিয়াকে অবিশ্বাস্য এক ম্যাচ জিতিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল

এশিয়া কাপে চার্টার্ড ফ্লাইটের বাড়তি অর্থ চায় পিসিবি, দিতে নারাজ এসিসি

আপনজন ডেস্ক: এশিয়া কাপে চার্টার্ড ফ্লাইটের জন্য বাড়তি অর্থ চেয়ে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সঙ্গে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি)। গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় হয় এশিয়া কাপ, যেটির মূল আয়োজক ছিল পিসিবিই। তবে পাকিস্তানে খেলতে ভারত আপত্তি জানানোয় এশিয়া কাপ হয় হাইব্রিড মডেলে। টুর্নামেন্টের বেশির ভাগ ম্যাচ হয় শ্রীলঙ্কায়। দুই দেশের মধ্যে দলগুলোর যাতায়াতে ব্যবহার করা হয় চার্টার্ড ফ্লাইট বা ভাড়া করা বিমান। পিসিবির একটি সূত্র সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছে, টুর্নামেন্টের আয়োজক স্বত্ব বাবদ প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলারের (প্রায় ২৭ কোটি ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা) সঙ্গে টিকিট ও স্পনসরশিপ অর্থের বাইরে পিসিসি বাড়তি অর্থও চেয়েছে। সূত্রটি বলেছে, ‘বাড়তি এ অর্থ পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে দলগুলোর চার্টার্ড ফ্লাইট এবং যোগাযোগ খরচ ও অতিরিক্ত হোটেলভাড়ার মতো বাড়তি খরচের কারণে, যেগুলো এশিয়া কাপের প্রাথমিক বাজেটের মধ্যে ছিল না।’
সূত্রটি বলেছে, যেহেতু এসিসি শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ফলে অতিরিক্ত খরচ তাদেরই বহন করতে হবে। অবশ্য সূত্রটি এটাও বলেছে, যেহেতু পাকিস্তান ঘরের মাঠে এশিয়া কাপের চারটি ম্যাচ আয়োজনের বদলে হাইব্রিড মডেলের আওতায় শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে রাজি হয়েছে, তাই এসিসি পিসিবিকে বাড়তি খরচ দিতে রাজি নয়।

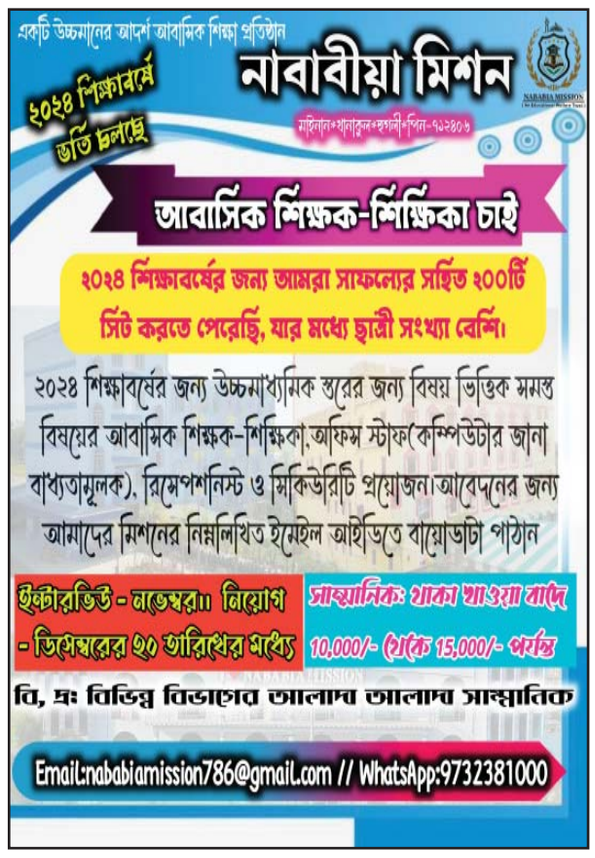

আট দলীয় নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হল নবগ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম
আপনজ ডেস্ক: মুর্শিদাবাদের পাঁচগ্রামে নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সহযোগিতায় ও পাঁচগ্রাম A.H.M.M শুভেচ্ছা সংঘের পরিচালনায় এক আট দলীয় নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন হল পাঁচগ্রাম হাই স্কুল মাঠে । মঙ্গলবার এই নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান ও নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা। এদিন ১২ টা নাগাদ সময়ে ফিতে কেটে এবং পায়রা উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন করা হয়। ব্যাট ও বল করে খেলার শুরু করেন নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ এনায়েতুল্লা । সুত্রের খবর, আগামী ৪ ই ডিসেম্বর এই খেলার চূড়ান্ত খেলা হবে। উইনার দলকে দেড় লক্ষ টাকা এবং ট্রপি দেওয়া হবে সঙ্গে রানার্স দলকে এক লক্ষ টাকা এবং ট্রপি দেওয়া হবে বলে জানা যায়। উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও সাংসদ খলিলুর রহমান, নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদের কৃষি ও সেচ কর্মাধক্ষা ওফিফা বেগম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপলাল মন্ডল,আই এন টি টি ইউ সির ব্লক সভাপতি রাজু রহমান , কাশ্মির হোসেন সহ একাধিক নেতৃত্ব ও ক্রিকেট প্রেমীরা।

কেন্দ্রগড়িয়া অঞ্চল যুব তৃণমূলের ফুটবল টুর্নামেন্ট

সেখ রিয়াজুদ্দিন● বীরভূম
আপনজ ডেস্ক: খয়রাশোল ব্লকের কেন্দ্রগড়িয়া অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে ও বহড়াটিকুলি নজরুল স্মৃতি সংঘের পরিচালনায় স্থানীয় অঞ্চলের ১৪ টি দলকে নিয়ে তিন দিবসীয় ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। মঙ্গলবার ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা,সেখানে ভীমগড় ফুটবল দল বনাম রসিদপুর ফুটবল দল মুখোমুখি হয়। ফলাফলে জানা যায়,ভীমগড় ফুটবল দল রসিদপুর ফুটবল দলকে পরাজিত করে বিজয়ীর শিরোপা অর্জন করে। বিজয়ী ও বিজিত উভয় ফুটবল দলকে ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও ম্যান অফ দি সিরিজ,ম্যান অফ দি ম্যাচ,বেষ্ট প্লেয়ার, বেষ্ট গোলকিপারকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রচুর দর্শক ভরা খেলার মাঠে টুর্নামেন্টের পাশাপাশি পৃথক ভাবে দুটি মহিলা ফুটবল দলের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়।দুই মহিলা ফুটবল দলকেও পুরস্কৃত করা হয়।খেলার আসরে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়,জেলা পরিষদ সদস্য আঁখি অধিকারী, খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্যামল কুমার গায়েন,কেন্দ্রগড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কেয়া দাস,শিক্ষক উজ্জ্বল হক কাদেরী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কাঞ্চন অধিকারী, সমাজসেবী সেরাফত খান, মৃনালকান্তি ঘোষ,স্বপন সেন,সেখ জয়নাল,কাঞ্চন দে, কেনিজ রসিদ, রুনু সিংহ,মনোজ গাঙ্গুলী প্রমুখ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque